Siliguri Municipal Corporation

Mayor
Sri Asok Narayan Bhattacharya
Budget Statement
(Budget for 2018 - 19 &
Corrected Budget for 2017 - 18)

20th March, 2018

বাজেট প্রস্তাব
(২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের বাজেট এবং সংশোধিত (Revised) বাজেট ২০১৭-১৮)

মাননীয় চেয়ারম্যান মহাশয়,

পশ্চিমবঙ্গ পৌর কর্পোরেশনের ৬৯নং ধারা অনুসারে আমি শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের ৩০৯.৪৭ কোটি টাকার বাজেট এবং ২০১৭-১৮ সালের ১৮০.৮৯ কোটি টাকার সংশোধিত (Revised) বাজেট এই সভার সম্মতির (Adoption) জন্যে উপস্থাপিত করছি।

বিগত বছরে (২৫ মার্চ, ২০১৭) আমরা শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের বাজেট প্রস্তাব পেশ করেছিলাম।

বর্তমান পুরবোর্ড ৩ বছরে পদার্পণ করতে চলেছে। তা কখনও সম্ভব হতো না, আপনাদের সহযোগিতা ব্যতিত। তার সাথে রয়েছে, এই শহরের সর্বস্তরের নাগরিকদের শুভেচ্ছা। প্রথমেই এই কারণে আমার সমস্ত সহকর্মী, পুরকর্মী, আধিকারিক, তার সাথে এই শহরের সমস্ত নাগরিকদের জানাই ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। ধন্যবাদ জানাই সাংবাদিক বন্ধুদেরও।

বিগত একটি বছরে আমরা হারিয়েছি এই পুরসভার বেশ কয়েকজন প্রাক্তন কাউন্সিলরকে। এই শহরের উন্নয়নে যাদের অনেক অবদান ছিল । তাঁদের মধ্যে রয়েছেন শিলিগুড়ি পৌরসভার প্রাক্তন পৌর প্রধান স্বপন কুমার সরকার, প্রাক্তন কাউন্সিলর বাণী দেব। আমরা হারিয়েছি শিলিগুড়ির প্রাক্তন বিধায়ক গৌর চক্রবর্ত্তী এবং প্রাক্তন সাংসদ সাংদোপাল লেপচাকে।

তাঁদের প্রতি প্রথমেই জানাই আন্তরিক শ্রদ্ধা। তাঁদের পরিবার পরিজনদের প্রতিও জানাই সমবেদনা। আমরা শ্রদ্ধা জানাই শিলিগুড়ি শহরের অন্যতন প্রবীণ নাগরিক এবং বিশিষ্ট আইনজীবি স্বদেশ রঞ্জন সরকার এবং বিশিষ্ট ক্রীড়া সংগঠক সমীরবিন্দু ধরকে। সম্প্রতি যাঁরা প্রয়াত হয়েছেন। শ্রদ্ধা জানাই, এই সময়ে এই শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের যে সমস্ত নাগরিকদের আমরা হারিয়েছি, তাঁদের প্রতিও।

একটি বাজেট একটি দৃষ্টিভঙ্গী

যে কোন দেশ বা রাজ্যের মতো, একটি পৌরসভার বাজেটও শুধুমাত্র কিছু সাফল্য অসাফল্যের দলিল মাত্র নয়। একটি বাজেট মানে, একটি নীতি, ভবিষ্যৎ স্বপ্ন বা পরিকল্পনার নানা তথ্যসহ একটি দৃষ্টিভঙ্গী বটে। এই কারণে এই বাজেট পুস্তিকাটিতে আমরা উপস্থাপিত করার চেষ্টা করেছি আমাদের সাফল্যের কথা, আবার আমাদের দূর্বলতার কথাও। সেই সঙ্গে উল্লেখ করেছি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার রূপরেখা, উন্নয়নের অভিমুখও। বহু বাধা ও অসহযোগিতার মধ্য দিয়ে বিগত একটি বছর আমাদের চলতে হয়েছে। ঠিক যেমন ২০১৬-১৭ সালে আমাদের চলতে হয়েছিল। চলতে চলতে অনেক সময় মনে হয়, শিলিগুড়ির বিরুদ্ধে যেন চলেছে একটি অর্থনৈতিক অবরোধ। আমাদের সামনে শুধু অর্থনৈতিক বাধাই নয়, প্রশাসনিক বাধাও রয়েছে। এই পুরসভায় নেই অনেক গুরুত্বপূর্ণ আধিকারিক। নেই স্থায়ী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, স্থায়ী স্বাস্থ্য আধিকারিক, নেই কোন স্থায়ী অ্যাসিষ্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার, আর্কিটেক্ট, প্ল্যানার, কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার, একাউন্টস্ কো-অর্ডিনেটর, চীফ্ অডিটর সহ বহু আধিকারিক।

তদানিন্তন শিলিগুড়ি পৌরসভার ৭৮৯টি স্থায়ী কর্মচারীর পর, আজও আমাদের স্টাফ্ প্যাটার্ন অনুমোদিত হয়নি। এর মধ্যেও প্রায় ৩৪০টি স্থায়ী পদ শূন্য। এতো প্রশাসনিক অসুবিধের মধ্যে আমাদের কাজ করতে হচ্ছে। তা সত্বেও এই পুরসভায় আমাদের সম্পদ শুধু চার শতাধিক স্থায়ী কর্মী এবং সাথে প্রায় ২১০০ জন অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী।

এই বাধার মধ্যেই আমরা কাজ করে চলেছি। এতো বাধার মধ্যে লড়াই করে কাজে সাফল্য পাওয়ার মধ্যে একটি গর্ব বোধ আছে। আমরা সেই বোধ অর্জন করতে পেরেছি এই শহরের মানুষের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসার জন্যেই।

''জাগ্রত করো, উদ্যত করো, নির্ভয় করো হে
মঙ্গল করো, নিরলস নিঃসংশয় করো হে''

বাজেটের প্রেক্ষাপট

আমাদের এই বাজেট পেশের আগে কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের বাজেটও অনুমোদিত হয়ে গেছে। সম্প্রতি রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তরের ১০ হাজার কোটি টাকার বাজেটও বিধানসভায় অনুমোদিত হয়েছে। উল্লেখ করা প্রয়োজন এই দুটি দপ্তরকে যুক্ত করে সম্প্রতি একটি দপ্তরে পরিণত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারও চতুর্দশ অর্থ কমিশনের স্থলে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের প্রক্রিয়া শুরু করে দিয়েছে। তার টার্মস অফ রেফারেন্সও ঘোষিত হয়েছে। যদিও তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের স্থলে গঠিত চতুর্থ রাজ্য অর্থ কমিশনের সুপারিশের প্রায় ৪ বছর অতিক্রান্ত হয়ে যাবার পরও তা আজও কার্য্যকরি হয়নি। অথচ সংবিধানেই উল্লেখ রয়েছে রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্ব রয়েছে রাজ্যের প্রতিটি পৌরসভাকে প্রকৃত এক একটি স্থানীয় স্বায়ত্বশাসিত সংস্থায় পরিণত করতে, প্রশাসনিক ও আর্থিক সহ সমস্ত ধরণের সহযোগিতা করার। প্রতিটি পৌরসভা বা পঞ্চায়েতই এক একটি সাংবিধানিক

প্রতিষ্ঠান। এই সমস্ত সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকার ও মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখার দায়িত্ব অবশ্যই রাজ্য সরকারের আছে। পৌরসভাগুলিকে রাজ্য বা কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থিক সাহায্য বা অনুদান প্রদান করা কোন দয়া-দাক্ষিণ্য বা অনুকম্পা নয়, তা একটি সাংবিধানিক দায়িত্ব এবং পৌরসভাগুলির অধিকারের মধ্যেই পড়ে।

বিগত বছরের বাজেটে আমি এই সমস্ত বিষয়গুলির কিছুটা উল্লেখ করেছিলাম। আশা করেছিলাম চলতি বছরে এই নীতির কিছুটা পরিবর্তন হবে। বর্তমান আর্থিক বছর শেষ হতে চললো অথচ শিলিগুড়ির মানুষের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য অর্থ আজও পাওয়া গেল না। একই অবস্থা ছিল ২০১৬ - ১৭ সালের অর্থ বর্ষেও। তবুও আমরা আশায় আশায় আছি।

বঞ্চনার একটি চিত্র

আপনাদের অবগতির জন্যে কিছু তথ্য জানিয়ে রাখতে চাইছি। বিগত আর্থিক বছরে রাজ্য সরকারের মাধ্যমে পরিকল্পনা খাতে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্পে পাওনা অর্থ পাবার একটি তালিকা প্রদান করা হয়েছিল। সেখানে বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক প্রকল্পের কথা বলা হয়েছিল। যদিও পরিকল্পনা বহির্ভূত খাতের অর্থ বিগত আর্থিক বছরের মত চলতি আর্থিক বছরেও পাওয়া গেছে। বর্তমান আর্থিক বছরে রাজ্য নগরোন্নয়ন ও পৌর দপ্তরের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের বাজেট বক্তৃতায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্পে বরাদ্দ অর্থের কতটা বিভিন্ন পৌরসভাকে ছাড়া হয়েছিল তার উল্লেখ রয়েছে। স্বল্প পরিসরে তার কিছু উদাহরণ আপনাদের অবগতির জন্যে উল্লেখ করতে চাইছি। (সূত্র ঃ রাজ্য ৭২নং দাবির বাজেট ও বাজেট প্রকাশনা নং - ২৫, ২০১৮।)

যেমন, তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের খাতে চলতি বছরে ফেব্রুয়ারি মাস পর্য্যন্ত বিভিন্ন পৌরসভাকে ১৩৫.৩৫ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। একই ভাবে ডেভলপমেন্ট অব্ মিউনিসিপাল এরিয়ার খাতে দেওয়া হয়েছে ৪৩৪.৫২ কোটি টাকা, ন্যূনতম মৌল পরিষেবা খাতে দেওয়া হয়েছে ১১১.১৭ কোটি টাকা, স্বচ্ছ ভারত বা নির্মল বাংলা প্রকল্পেও বিভিন্ন পৌরসভাকে প্রচুর অর্থ দেওয়া হয়েছে। দরিদ্র শহরবাসীর গৃহ নির্মাণ প্রকল্পে ২০ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, এবং বিভিন্ন পৌরসভা সেই অর্থ পেয়েছেও, নাগরিক কর্মসংস্থান প্রকল্পে দেওয়া হয়েছে ১৭৯.৬১ কোটি টাকা, আম্রুত প্রকল্পে ২০১৫-১৬, ২০১৬-১৭, ২০১৭-১৮ সালে কেন্দ্রীয় অর্থসহ বিভিন্ন পৌরসভাকে আ-বন্টিত করা হয়েছে যথাক্রমে ১১০৪.৮৬ কোটি, ১৩৯৩.৬৯ কোটি, ১৫৩৬.৪৫ কোটি টাকা। শিলিগুড়ির জন্যে অনুমোদিত হয়েছিল মাত্র ৬২ লক্ষ টাকা, তার মধ্যে পাওয়া গেছে মাত্র ২৯ লক্ষ টাকা। যদিও এই প্রকল্পে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে সার্বিক পানীয় জল ও নিকাশি পয়ঃপ্রণালীর জন্যে দুটি সার্বিক প্রকল্প প্রস্তাব পাঠান হয়েছিল। কোনো প্রকল্পেই শিলিগুড়ির কোনো প্রস্তাব অনুমোদন করা হয়নি। রোড নেটওয়ার্ক প্রকল্পের জন্যে ৩১ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাবে রাজ্য সরকার নীতিগতভাবে সম্মতি দেবার পর আজও সেই অর্থ পাওয়া যায়নি। কেন্দ্রীয় সরকার সূত্রে জানা গেছে হাউসিং ফর অল্ ব্যতিত শিলিগুড়ির কোনো কেন্দ্রীয় প্রকল্প প্রস্তাবই কেন্দ্রকে জমা দেয়নি রাজ্য সরকার।

পশ্চিমবঙ্গ নাগরিক কর্মসংস্থান প্রকল্পে ২০১৭-১৮ সালে ১৭৯.৬১ কোটি টাকা বিভিন্ন পৌরসভাকে

ছাড়া হলেও, শিলিগুড়িকে দেওয়া হয়েছে মাত্র ২.৬১ কোটি টাকা। গ্রীণ সিটি মিশন বা নির্মল বাংলা প্রকল্পে রাজ্যের প্রায় সমস্ত পৌরসভা অর্থ পেলেও, পায়নি একমাত্র শিলিগুড়ি। গ্রীণ সিটি মিশন ও গ্রীণ স্পেস ডেভলপ্‌মেন্ট প্রকল্পে রাজ্য সরকার হাতে নিয়েছে ১১৮০ কোটি টাকার প্রকল্প। এতেও ব্যতিক্রম একমাত্র শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন। বেসিক মিনিমাম সার্ভিস প্রকল্পে ২০১৭-১৮ সালে বিভিন্ন পৌরসভাকে দেওয়া হয়েছে ১০৯.৪২ কোটি টাকা (৩১.১২.১৭)। অবশ্যই বাদ একমাত্র শিলিগুড়িই। বাজেট প্রকাশনা নং- ২৫ পুস্তিকাটিতে দেখা যাবে পৌর ও নগরোন্নয়ন বিভাগ থেকে রাজ্যের সমস্ত পৌরসভা বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে আর্থিক অনুদান পেলেও, শিলিগুড়িকে তা দেওয়া হয় নি। তার মধ্যে রয়েছে ডেভলপ্‌মেন্ট অব্ মিউনিসিপাল এরিয়া, পানীয় জল সরবরাহ, অফিস ভবন নির্মাণ, বি, এম, এস। W.B.U.E.S প্রকল্পে ২০১৭-১৮ সালের বাজেটে উল্লেখ ছিল শিলিগুড়ির জন্যে বরাদ্দ ৫২৩.১১ লক্ষ টাকা, রিভাইসড বাজেটে তার অর্ধেক অংশ কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের ক্ষেত্রে বাজেটে বরাদ্দ ছিল শিলিগুড়ির জন্যে ৮৭২.৬৯ লক্ষ টাকা। রিভাইসড বাজেটে তা তুলে দিয়ে করা হয়েছে শূন্য। চতুর্দশ অর্থ কমিশনে রিভাইসড বাজেটে ২৩.৭৬ কোটি টাকা বরাদ্দ দেখান হলেও আজও তা শিলিগুড়ি পুরসভাকে তা দেওয়া হলো না। একই খাতে শিলিগুড়ির পারফরমেন্স অনুদান পাওয়ার কথা ৮৭২ লক্ষ টাকা। আজও তা পাওয়া যায় নি।

হাউসিং ফর আর্বান পুওর খাতে শিলিগুড়ির জন্যে বরাদ্দ শূন্য। প্রধানমন্ত্রী হাউসিং ফর অল্ প্রকল্পে শিলিগুড়ির জন্যে ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ সালের জন্যে বরাদ্দ ছিল যথাক্রমে ২৪৭.৫৬ লক্ষ ও ৫২০.৫০ লক্ষ টাকা কেন্দ্রীয় সরকারী অংশ, এবং রাজ্য সরকারী অংশ হিসেবে যথাক্রমে ৩৩৪.০১ লক্ষ টাকা এবং ৭৪৬.৭২ লক্ষ টাকা। মোট ১৮৪৮.৭৯ লক্ষ টাকা। প্রতিদিন আশায় আশায় থাকি সেই অর্থ পাওয়ার। কারণ কেন্দ্রীয় সরকার থেকে জানতে পেরেছি তাদের প্রদেয় ১২ কোটি টাকা তারা ইতিমধ্যেই রাজ্য সরকারকে পৌঁছে দিয়েছে।

দুঃখের কথা আমরা আমাদের প্রাপ্য সেই অর্থ আজও পাইনি। প্রায় ১৩০০ আবেদনকারী এর জন্যে রয়েছেন কষ্টের মধ্যে। ২০১৬ - ১৭ অর্থ বছরের পরিস্থিতিও ছিল প্রায় একই রকম। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে উন্নয়ন বাবদ প্রাপ্য ন্যায়সঙ্গত অর্থ পাওয়া গেলে সামগ্রিকভাবে শিলিগুড়ির উন্নয়নই আরো লাভবান হতে পারতো।

আমি আগেই উল্লেখ করেছি উন্নয়ন বহির্ভূত খাতের অর্থ আমরা পাচ্ছি নিয়মিতভাবে।

"যেথায় তোমার লুট হতেছে ভূবনে
সেইখানে মোর চিত্ত যাবে কেমনে ?"

কিন্তু আমরা বসে নেই

এই প্রাপ্য অর্থ না পাবার জন্যে আমরা আকাঙ্খিত বেশ কিছু উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারিনি। গত এক বছরে এতো আর্থিক প্রতিবন্ধকতা ও অসহযোগিতার মধ্যেও আমরা যে উন্নয়নমূলক কাজ করেছি, তা অবশ্যই তাৎপর্য্যপূর্ণ। বিগত বেশ কয়েক বছরের মধ্যে সবচাইতে বেশী যে উন্নয়নের কাজ আমরা করেছি

বা হাতে নিয়েছি বর্তমান আর্থিক বছরে তা সম্ভব হয়েছে অনেকটা নিজস্ব সূত্রে রাজস্ব সংগ্রহ করে এবং অবশ্যই বিভিন্ন সাংসদ এলাকা উন্নয়ন ও বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে পাওয়া অর্থ থেকে।

এবার আমি আসবো অনেক বাধা ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও ২০১৭-১৮ সালের আর্থিক বছরে বিভিন্ন বিভাগের উন্নয়নমূলক কাজের কিছু খতিয়ানে এবং ২০১৮-১৯ সালের বিভিন্ন বিভাগের কিছু উন্নয়ন ও পরিষেবা প্রদানের প্রস্তাব ও পরিকল্পনা সম্পর্কে বিবৃতির দিকে —

''আমারে না যেন করি প্রচার, আমার আপন কাজের
তোমারি ইচ্ছা করো হে পূর্ণ আমার জীবন মাঝে।''

বস্তি উন্নয়ন ও ইউ, পি, ই বিভাগ ঃ

গত ৩ বছর ধরে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনে বর্তমান বোর্ড পুরসভার মোট খরচের ২৫% র বেশী অর্থ বস্তি উন্নয়ন ও গরীব শহরবাসীর স্বার্থে খরচ করে আসছে এবং এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের বিধিবিদ্ধ নির্দেশিকা মেনে চলেছে। বর্তমানে শিলিগুড়ি পুর এলাকায় প্রায় ১৫০টি বস্তি বা কলোনী রয়েছে। এর মধ্যে অনেক উদ্বাস্তু কলোনীগুলি বহু বছর পূর্বেই রাজ্য সরকারের রিফিউজি-রিহ্যাবিলিটেশন দপ্তরের মাধ্যমে বাস্তু জমির নিঃশর্ত দলিল পেয়ে গেছে। পরবর্তীকালে ২০০৯-১০ সালে বেশ কিছু বস্তি ও কলোনী এলাকায় ১ টাকার বিনিময়ে ৯৯ বছরের লীজের ভিত্তিতে জমির পাট্টা প্রদান করা শুরু হয়েছিল। এর দ্বারা বহু অ-উদ্বাস্তু ও অ-বাংলাভাষী গরীব মানুষরাও জমির পাট্টা পেয়েছিল। রাজ্যের বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসবার পর সেই নীতি অব্যাহত থাকলেও কিছু পদ্ধতিগত জটিলতার কারণে এই সমস্ত বস্তি বা কলোনী এলাকায় জমির পাট্টা প্রদান, কার্য্যতঃ বন্ধ রয়েছে। এই জটিলতার অবসান করে পুনরায় এই নীতি কার্য্যকরি করার দাবি রাজ্য সরকারের কাছে পুরসভার পক্ষ থেকে জানান হয়। কিন্তু আজও সেই জটিলতার অবসান হয় নি। প্রায় ৬০০ পাট্টাপ্রাপক আজও পাট্টা পায় নি। অন্য দিকে সারা রাজ্য বা দেশের মতো শিলিগুড়ি শহরেও প্রায় ৪৫% র মতো বস্তি বাসীদের জমির নিরাপদ সত্ত্বা নেই। এদের বেশীর ভাগই বসবাস করে রেল, প্রতিরক্ষা বা রাজ্য সরকারী জমিতে। এই সমস্ত বস্তিবাসীদের বাস্তু জমির নিরাপদ সত্ত্বা দেবার দাবি বিগত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যসরকার, তৎকালিন প্রধানমন্ত্রী তথা কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে উত্থাপন করেছিল। এই সমস্ত বস্তিবাসীরা যদি বাস্তু জমির নিরাপদ সত্ত্বা না পায় তাহলে, কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের কোনো আবাসন প্রকল্পই এই সমস্ত ক্ষেত্রে কার্য্যকরি হতে পারবে না। ফলে সকলের জন্যে আবাসনের ঘোষণা অধরাই থেকে যাবে। শুধু তাই নয় এই সমস্ত বস্তিতে বসবাসকারীরা বঞ্চিত হবে বহু সরকারী প্রকল্পের সুযোগ সুবিধা থেকে। এই কারণে নিরাপদে বসবাসের সত্ত্বার বিষয়টি আজ একটি মৌলিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে।

শুধু বস্তি উন্নয়ন বিভাগ নয়, এই শহরের বস্তিবাসী বা গরীব শহরবাসীদের স্বার্থে নানা ধরণের কাজের সাথে যুক্ত পূর্ত্ত, বিদ্যুৎ, আবাসন ও পানীয় জল বিভাগও। এছাড়াও স্বাস্থ্য, শিক্ষা ইত্যাদি দপ্তরও কাজ করে থাকে।

বিভিন্ন বস্তি এলাকায় ন্যাশনাল লাইভ্‌লি হুড মিশন (N.U.L.M) প্রকল্পে এখন পর্য্যন্ত প্রায় ১৪০০টি স্বয়ংভর গোষ্ঠী (S.H.G) গঠিত হয়েছে। যার সর্ব্বমোট সদস্যা সংখ্যা প্রায় ১৯ হাজার। এই সংখ্যা রাজ্যের মধ্যে শিলিগুড়িতেই সর্ব্বোচ্চ। ইতিমধ্যে ২৪৮টি সহায়ক গ্রুপ ব্যাংকের ঋণের সাথে যুক্ত হয়েছে। এই সমস্ত গ্রুপ বিভিন্ন ব্যবসার কাজ করে। ঋণ ও অন্যান্য খাতে তারা পেয়েছে এখন পর্য্যন্ত ৪.২৫ কোটি টাকা। মোট প্রায় ২০০০ জনকে এখন পর্য্যন্ত স্বনিযুক্তি কর্মপ্রকল্পে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। আগামী বছর আরোও ১০০০ বেকার যুবক-যুবতীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়িতে একটি কমিউনিটি লাইভ্‌লি হুড সেন্টার চালু করা হয়েছে। ১২৭টি মহিলা আরোগ্য সংস্থা (MAS) গঠিত হয়েছে। আরও কয়েকটি গঠন করা হবে। স্বাস্থ্যসাথী প্রকল্পে ১৫,১৭৬টি পরিবারকে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে।

নাগরিক কর্মসংস্থান প্রকল্পে কয়েকহাজার ম্যান ডেজের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ মাত্রা গ্রহণ করা হয়েছে। এই প্রথম শিলিগুড়িতে স্বয়ংভর গোষ্ঠী মেলা অনুষ্ঠিত করা হয়েছে। হয়েছে আন্ত বস্তি ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও। দুটি ক্ষেত্রেই বিপুল অংশগ্রহণ ও উৎসাহ-উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছিল। এই বিভাগ সংখ্যা লঘু উন্নয়ন ও প্রতিবন্ধীদের জন্যে বেশ কিছু সামাজিক কাজও করে থাকে। সংখ্যা লঘু শিক্ষিতা তরুণিদের কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে। এ বছর স্পোকেন ইংলিশ ক্লাসেও ২৫ জন ভর্তি হয়েছে। এই সমস্ত ক্ষেত্রে ব্যয় বহন করে থাকে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনই, পুরসভার নিজস্ব অর্থে ও সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে বেশ কিছু বুনিয়াদি পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ করা হয়েছে। বর্তমান বছরে এখন পর্য্যন্ত বি, এম, এস ও উদ্বাস্তু উন্নয়ন তহবিলে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো আর্থিক অনুদান পাওয়া যায় নি। ফলে বস্তি উন্নয়নের কাজের কিছুটা ক্ষতি হয়েছে। তা সত্ত্বেও নিজস্ব অর্থে ও একটি প্রকল্পের উদ্‌বৃত্ত অর্থে বেশ কিছু স্বাস্থ্য সম্মত শৌচালয়, কিছু স্নানাগার, কিছু কূয়ো ইত্যাদি কাজ করা হয়েছে। বর্তমান বছরে, সাম্প্রতিক কালের কেন্দ্রীয় প্রকল্প স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পে কেন্দ্র-রাজ্যের পক্ষ থেকে ৪ হাজার শৌচালয় নির্মানে ৩ কোটি ২৭ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে। এই ৪ হাজার শৌচালয় নির্মিত হয়ে গেলে, শিলিগুড়িকে open defication free শহর হিসেবে ঘোষণা করা সম্ভব হবে। বস্তি এলাকায় আরোও কিছু খেলার মাঠের উন্নয়ন, কমিউনিটি হল, বৃক্ষরোপণ ইত্যাদি কাজ করা হবে।

এই বিভাগ সামাজিক সুরক্ষার ক্ষেত্রে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে থাকে । পুরসভার নিজস্ব তহবিল থেকে মোট ৪৬৯০ জন বৃদ্ধ, বিধবা, প্রতিবন্ধী, বয়স্কা অবিবাহিতা তরুণি, দুস্থ স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের ভাতা দিয়ে থাকে,এছাড়াও আরোও ২৭৫০ জন গরীব পরিবারকে মাসে বিনামূল্যে ১০ কে, জি, করে ভালো মানের চাল দেওয়া হয়ে থাকে। এই দুই খাত মিলিয়ে পুরসভা নিজস্ব তহবিল থেকে বছরে প্রায় ৫.৩ কোটি টাকার বেশী অর্থ ব্যয় করে থাকে। রাজ্যের অন্য কোন পৌরসভা নিজস্ব আর্থিক দায়িত্বে এই ধরণের কাজ করে বলে জানা নেই।

ন্যাশনাল স্যোসাল অ্যাসিসট্যান্স কর্মসূচীতে প্রতি মাসে মোট ৭ হাজারেরও বেশী পরিবারকে ভাতা প্রদান করা হয়ে থাকে। এই বাবদ প্রতি বছরে ব্যয় করা হয় প্রায় ৭.৫০ কোটি টাকা। এই বিভাগ থেকে

প্রতিবন্ধীদের মধ্যে নানা ধরণের সরঞ্জাম প্রদান করা হয়েছে। গরীব পরিবারের মেয়েদের বিবাহ বাবদ এককালীন ২৫০০ টাকা আর্থিক সাহায্য করা হয়ে থাকে।

২০১৮-১৯ সালে রাজ্য সরকারের কাছে বস্তি এলাকায় সামগ্রিক উন্নয়নের জন্যে বিভিন্ন খাতে প্রায় ৪০ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব পাঠান হয়েছে। এই সমস্ত অর্থসহ বস্তি উন্নয়ন ও গরীব শহরবাসীদের বিভিন্ন কাজ বাবদ ২০১৮-১৯ সালের বাজেটে বরাদ্দ রাখা হয়েছে আনুমানিক ৪৬.৩২ কোটি টাকা।

জঞ্জাল সংগ্রহ ও কঠিন বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনা ঃ

এই বিভাগ শিলিগুড়ি শহরে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পরিষেবা প্রদানের কাজের সাথে যুক্ত। শিলিগুড়ি শহরে দৈনিক প্রায় ৪ শত টন জঞ্জালের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও বাড়িঘর নির্মাণ সামগ্রীও রাস্তায় পড়ে থাকে বেশ কয়েকটন। এই বিভাগ দৈনিক প্রায় ৮০-৮৫% জঞ্জাল সংগ্রহ করে। সাথে নির্মাণ সামগ্রী ও ডেব্রিস্। তা পরিবাহিত করা এবং ডাম্পিং গ্রাউন্ডে তা স্তুপিকৃত করার দায়িত্ব পালন করে থাকে এই বিভাগ। এর জন্যে প্রায় ২ হাজার কর্মী, ৯০টি জঞ্জাল বহনকারী গাড়ি, ৯টি জে, সি, বি দৈনিক নিয়োজিত থাকে। এমনকি রবিবার সহ ছুটির দিনেও এই পুরকর্মী ও গাড়িগুলি কাজে নিয়োজিত থাকে। বর্তমান বছরে ডেঙ্গু মোকাবিলা, দূর্গাপূজা, কালিপূজা, মহরম, ছট পূজার সময় আগষ্ট থেকে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত ১১৫০টি অতিরিক্ত ট্রিপ করে জঞ্জাল সংগ্রহের কাজ করা হয়েছে। নিজস্ব খরচে পুরসভা ক্রয় করেছে ২০টি জঞ্জালের গাড়ি। পুরসভা শুধুমাত্র গৃহের জঞ্জালই নয়, দৈনিক সংগ্রহ করে থাকে বহু হোটেল, বাণিজ্যিক সংস্থা, বে-সরকারী হাসপাতালের জঞ্জালও। রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া গেছে ৬টি কম্প্যাকটর। একটি কম্প্যাকটর স্টেশনের নির্মাণ কাজ শেষের পথে। ডাম্পিং গ্রাউন্ডে জঞ্জাল বহনকারী গাড়ি প্রবেশের সুবিধার্থে বেশ কিছু কাজ হয়েছে। বেশ কয়েক লক্ষ টাকা অর্থ পাওয়া গেছে সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল থেকে। জেলা শাসকের অসহযোগিতার কারণে ৯৭ লক্ষ টাকার একটি গুরুত্বপূর্ণ কংক্রিট রাস্তা নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করা যাচ্ছে না। রাজ্য সরকারের কাছে স্বচ্ছ ভারত ও নির্মল বাংলা প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করতে ৪৮ কোটি টাকার একটি সলিডওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্যে পাঠান হয়েছে। যদিও রাজ্যের পক্ষ থেকে সেই প্রকল্প কেন্দ্রের অনুমোদনের জন্যে পাঠান হয় নি। জঞ্জালের গাড়ি রাখবার জন্যে দুটি গাড়ি রাখার শেড নির্মাণ করা হচ্ছে। এই বিভাগ কুকুরের নির্বীজকরণের কাজও করে থাকে। বর্তমান বছরে ৩৪৫টি কুকুরের নির্বীজকরণ করা হয়েছে। এই সংখ্যাকে আগামী বছরে আরোও বৃদ্ধি করা হবে। জঞ্জালের পরিমাণ হ্রাস করার জন্যে কিছু পরিকল্পনা হাতে নেওয়া হয়েছে। এ ছাড়াও বিল্ডিং বিভাগ বড় বড় অ্যাপার্টমেন্টে কম্পোস্টার ব্যবহারকে বাধ্যতামূলক করেছে।

শহর যত প্রসার লাভ করছে, জঞ্জালের পরিমাণও ততই বাড়ছে। শিলিগুড়ির মতো গুরুত্বপূর্ণ শহরে প্রয়োজন বিজ্ঞান ভিত্তিক জঞ্জাল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা। যদিও রাজ্য সরকার এই প্রকল্প এখনো অনুমোদন করে নাই। অন্যদিকে রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন ও পৌর দপ্তরও স্বীকার করেছে প্রতিটি শহরে জঞ্জাল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার জন্যে আরোও বেশী সংখ্যক কর্মী এবং জঞ্জাল বিভাগ দেখাশোনার জন্যে বিশেষ

প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত আধিকারিক প্রয়োজন। যার অভাব রয়েছে।

অনেক আর্থিক সংকটের মধ্যেও ১৫ মার্চ থেকে এই কাজের জন্যে মোট প্রায় ৯৭ জন কর্মীকে অস্থায়ীভাবে নিযুক্ত করা হয়েছে। আগামী ১লা এপ্রিল থেকে ১০ জন করে প্রতিটি বোরো ভিত্তিতে মোট ৫০ জন ও কেন্দ্রীয় ভাবে আরও ১৫ জন সাফাই কর্মী নিযুক্ত করা হবে। মে মাস থেকে নভেম্বর মাস পর্য্যন্ত বিশেষ সাফাই অভিযান চালানো হবে। এর জন্যে অতিরিক্ত সাফাই কর্মী নিযুক্ত করা হবে।

ইতিমধ্যে ভেহিক্যাল বিভাগে পেট্রোকার্ড চালু করা হয়েছে। এতে কিছু উপকার পাওয়া যাচ্ছে। দুটি ওয়ার্ডকে শূন্য বর্জ্যের লক্ষে সুইজারল্যান্ড কো-অপারেশন প্রকল্পের সহযোগিতায় একটি প্রকল্প পরীক্ষামূলক ভাবে শুরু করা হয়েছে। নির্মল বাংলা প্রকল্পে ৭ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি লিচেট ট্রিট্‌মেন্ট প্ল্যান্ট প্রকল্প অনুমোদনের জন্যে একটি প্রস্তাব পাঠান হয়েছে। বেশ কয়েকজন নতুন স্যানিটারি ইন্‌সপেকটর চুক্তি ভিত্তিতে নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রস্তুত করা খাদ্যের গুণাগুণ বিচার করার জন্যে প্রয়োজন আরও দু'জন প্রশিক্ষিত খাদ্য ইন্‌স্‌পেকটর।

একটি পরিবেশ সেল কার্য্যকরি রয়েছে এই পুরসভায়। বৃক্ষরোপণ করা ও প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহার বন্ধ করাই এই সেলের মূল উদ্দেশ্য। প্রতিটি বাজার এলাকায় নিয়মিত ভাবে প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বিরোধী অভিযান করা হলেও এর জন্যে প্রয়োজন আরও অনেক কর্মী ও পুলিশ প্রশাসনের সহযোগিতা। কিন্তু এর অভাব রয়েছে। এই বছরে ২৬টি বাজার থেকে ছয় কুইন্ট্যাল প্লাস্টিক ক্যারি ব্যাগ বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। এই কাজে আমাদের পরিকল্পনা সহকারে আরও উদ্যোগী হতে হবে। এই কাজে বেশ কিছু অ-সরকারী সংস্থার সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। ভবিষ্যতে এই সেলটিকে আরো শক্তিশালী করার প্রয়োজন। শিলিগুড়ি শহরের সমস্ত নালা উন্মুক্ত, শহরে নেই কোন বিজ্ঞান ভিত্তিক পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা। এখনও এই শহর নির্ভরশীল স্যানিটারি ট্যাংক ও সোক্ পিট ব্যবস্থার ওপর। রাজ্য সরকারের কাছে নিকাশি ও পয়ঃপ্রণালীর জন্যে আম্রুত প্রকল্পে অন্তর্ভূক্তির উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব বিবেচনার উদ্দেশ্যে পাঠান হয়েছে। বিজ্ঞান ভিত্তিক নিকাশি ও পয়ঃপ্রণালি ব্যবস্থা ভীষণভাবে প্রয়োজন শিলিগুড়ির মত একটি উঠবি মেট্রো শহরের জন্যে। বিগত বছরে বর্ষা ও অতিবর্ষণেও কোথাও জল জমে নাই।

ডেঙ্গী রোগ বিরোধী অভিযান ও সচেতনতা বৃদ্ধি করার কাজের সাথেও এই বিভাগ পালন করে থাকে অনেক দায়িত্বশীল ভূমিকা। বিগত বছরে ডেঙ্গী বিরোধী অভিযান ও শহর সাফাই অভিযানে এই বিভাগের ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। ২০১৮ - ১৯ সালে প্রস্তাবিত বাজেট বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫২.২৪ কোটি টাকা।

পূর্ত্ত বিভাগ ঃ

পূর্ত্ত বিভাগ গত প্রায় এক বছরে মোট ৩৭৩টি কাজ হাতে নিয়েছে। এর মোট মূল্য ৩২ কোটি ৭২ লক্ষ টাকা। এর মধ্যে রয়েছে বহু নতুন নালা নির্মাণ, রাস্তা, কালভার্ট মেরামতি, সশক্তকরণ, বস্তির পরিকাঠামো উন্নয়ন ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সরকারী প্রকল্প I.H.S.D.P প্রকল্পের কাজ অত্যন্ত সাফল্যের সাথে শেষ করেছে

এই বিভাগ। এই প্রকল্পে মোট প্রায় ৫ হাজার গৃহ নির্মাণ করা হয়েছে, সম্পন্ন করা হয়েছে বিভিন্ন বস্তির বুনিয়াদি পরিকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প। সারা দেশের মধ্যে প্রথম কুমারটুলি মৃৎ শিল্পকেন্দ্র নির্মাণ করা হয়েছে শিলিগুড়িতেই, অত্যন্ত সফল ভাবে। প্রায় এক কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে এই প্রকল্পে। এছাড়াও সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলে ২.৪০ কোটি টাকা ব্যয়ে মহিষমারি নদীর ওপর একটি সেতু নির্মাণ কাজের অনেকটা অগ্রগতি হয়েছে। ৪৭ ও ১নং ওয়ার্ডের মধ্যে পঞ্চনই নদীর ওপর ১০৫ লক্ষ টাকা ব্যয়ে একটি সেতু নির্মাণের প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হতে চলেছে, সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে। ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে অনেকগুলি গভীর নিকাশি নালার নির্মাণ কাজ শেষ হতে চলেছে।

বর্তমান বছরে ২৫৩টি কাজের মোট ১৭.২৯ কোটি টাকা অর্থ মূল্যের প্রকল্পের কর্মনির্দেশ (Work order) জারি করা হয়েছে। বা কাজ শেষ হয়েছে। যদিও পুর এলাকায় ৩১ কোটি টাকা ব্যায়ে রোড নেটওয়ার্ক প্রকল্পে ১২৯টি কাজের নীতিগত ভাবে অনুমোদন দেবার পরও, রাজ্য সরকার আজও এই পুরসভাকে সেই অর্থ প্রদান না করার ফলে এতগুলি কাজ শুরু করা যায় নি। এতে কমবেশি অনেকগুলি ওয়ার্ড উপকৃত হতে পারতো। রাজ্য সরকার ডেভলপ্‌মেন্ট অব্ মিউনিসিপাল এরিয়া প্রকল্পে শিলিগুড়ির ন্যায় সঙ্গত প্রাপ্য অর্থ গত দু'বছর ধরে দিচ্ছে না। এমনকি মিউনিসিপ্যাল ডেভলপমেন্ট ফান্ড ট্রাস্টের কাছে ১০ কোটি টাকা স্বল্প সুদে দীর্ঘমেয়াদি ঋণের আবেদনও রাজ্য সরকার বিবেচনা করছে না। এছাড়াও আম্রুত প্রকল্পে ২০১৭ - ১৮ সালে রাজ্যের বিভিন্ন পৌরসভাকে মোট ১৫৩৬ কোটি টাকার প্রকল্প অনুমোদন করলেও, শিলিগুড়ির জন্যে গত ৩ বছরে মাত্র ৬২ লক্ষ টাকার প্রকল্প অনুমোদন করেছে, তার মধ্যে শিলিগুড়িকে দেওয়া হয়েছে মাত্র ২৯ লক্ষ টাকা। তিন বছর হয়ে গেলেও আজও বাকি ৩৩ লক্ষ টাকা রাজ্য সরকার দেয় নাই। একইভাবে গ্রীণ সিটি মিশন, স্বচ্ছ ভারত প্রকল্পেও কোন অর্থ পাওয়া যায়নি।

পূর্ত বিভাগ সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলে প্রায় ১০ কোটি টাকার কাজ করেছে। প্রতিটি কাজ অত্যন্ত স্বচ্ছ ও প্রতিযোগিতামূলক বিডিং এবং ই-টেন্ডারের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে।

দীঘদিন ধরে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনে কোনো স্থায়ী এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার নেই, নেই কোন সহকারি বাস্তুকারও। এতো দূর্বল পরিকাঠামো নিয়ে পূর্ত্ত বিভাগকে কাজ করতে হয়ে থাকে।

২০১৮ - ১৯ আর্থিক বছরের জন্যে এই বিভাগের জন্যে বরাদ্দ রাখা হয়েছে ৫২.২৯ কোটি টাকা। যদিও তা অনেকটা নির্ভর করছে রাজ্য সরকারের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থ পাবার ওপরে। ২০১৮ - ১৯ সালে রাজ্য সরকারের কাছে খরচের যে ২৫৩ কোটি টাকার অগ্রিম প্রকল্প প্রস্তাব পাঠান হয়েছে তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে, অতি বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত রাস্তা মেরামতির জন্য ৭৯৮ লক্ষ টাকা, পট্ হোলস্ মেরামতির জন্যে ২ কোটি টাকা, বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ৪৫০ লক্ষ টাকা, অফিস ভবন নির্মাণের জন্যে ৯ কোটি টাকা, সংযোজিত এলাকার রাস্তা, নালা নির্মাণের জন্যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৬৫০ লক্ষ টাকার, সার্বিক নিকাশি নালার জন্যে ১০ কোটি টাকা, কলকাতা দ্বিতীয় অতিথি নিবাসের জন্যে ধরা হয়েছে ১৭৮ লক্ষ টাকা, বিল্ডিং প্ল্যান ও কর পরিকাঠামোতে ই-গভর্ণনেন্স ও অন লাইন ব্যবস্থা চালু করতে

ধরা হয়েছে ৫ কোটি টাকা। তাছাড়াও মহানন্দা নদীর তীর উন্নয়নের জন্যে ঘাট নির্মাণ সহ প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে ৫ কোটি টাকার প্রকল্পের। মহানন্দা সেতুতে নেট লাগাবার ব্যবস্থা করা হবে।

এতো আর্থিক প্রতিবন্ধকতার মধ্যেও গত ৩ বছরে এই পুরবোর্ড ৭২৩টি পরিকাঠামো উন্নয়নমূলক কাজ করেছে, যার আর্থিক ব্যয় হচ্ছে ৫০.৬১ কোটি টাকা। যার মধ্যে ৩৩০টি রাস্তা, ১৪০টি ড্রেন, ৩১টি কালভার্ট, ৬৪টি কংক্রিট রোড ইত্যাদি রয়েছে। শুধুমাত্র বর্তমান বছরেই ১৭.২৯ কোটি টাকায় ২৫৩টি কাজ হয়েছে।

পানীয় জল ও আবাসন বিভাগ ঃ

গত এক বছরে পানীয় জল বিভাগ বেশ কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেছে। ১৮ ও ২০ নং ওয়ার্ডের বস্তি এলাকায় জল সরবরাহের চাপজনিত সমস্যা সুরাহা করতে ডাবগ্রামের অকেজো জলাধারটিকে পুনরায় সক্রিয় করা হয়েছে, নতুন পাইপ লাইন স্থাপন করা হয়েছে। এ জন্যে ৭২.৮৩ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে। ৩ কোটি টাকা ব্যয়ে শহরের কয়েকটি এলাকায় ৬টি ডিপটিউব ওয়েল বসাবার কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে ৫টির কাজ ইতিমধ্যেই সমাপ্ত হয়েছে। ১০টি মার্ক টু হ্যান্ড পাম্প বসান হচ্ছে। ১নং ওয়ার্ডে ৪৫.৬২ লক্ষ টাকা ব্যয়ে নতুন পাইপ লাইন বসাবার কাজ হয়েছে, তাছাড়াও ৭, ৪২, ২২, ১৮, ৪৬, ৩১ - ৪৪ নং ওয়ার্ডগুলিতে নতুন পাইপ লাইন বসান হয়েছে। এজন্যে খরচ করা হয়েছে প্রায় ৩০ লক্ষ টাকা।

জলের অপচয় হ্রাস করতে বিভিন্ন স্থানে স্ট্রীট ট্যাপে লাগান হয়েছে বিব কক। ২.৩৪ কোটি টাকা ব্যয়ে ঝংকার মোড় থেকে প্রধান নগর পর্যন্ত ডেডিকেটেড পাইপ লাইন বসাতে একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে।

শিলিগুড়ি শহরে ফুলবাড়ী ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট প্রকল্প থেকে দৈনিক ৪৫ মিলিয়ন লিটারের বেশি জল পাওয়া যায় না। দৈনিক প্রায় ১০ - ১৫ মিলিয়ন লিটার পানীয় জলের ঘাটতি রয়ে যাচ্ছে। এই অতিরিক্ত চাহিদা পূরণ করার জন্যে প্রয়োজন বৃহত্তর শিলিগুড়ি পানীয় জলের সার্বিক প্রকল্পটির রাজ্য সরকারের হাতে নেওয়া। কিন্তু তা এখনও হয়নি। অন্তর্বর্তীকালীন ব্যবস্থা হিসেবে পুর বোর্ডের পক্ষ থেকে রাজ্য সরকারের কাছে আগাম পরিকল্পনায় কিছু প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে রয়েছে ফুলবাড়ীতে একটি বিশেষ স্টোরেজ ট্যাংক স্থাপন - যার খরচ ধরা হয়েছে ৮৮২ লক্ষ টাকা, আরোও ৬টি ডিপ টিউব ওয়েল স্থাপন (৩ কোটি টাকা), বিভিন্ন স্থানে পাম্পিং স্টেশন স্থাপন, ঝংকার বুষ্টিং স্টেশন-কে আরও শক্তিশালী করতে প্রায় ১০ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে।

এশিয়ান হাইওয়ে - ২ নির্মাণ প্রকল্পের স্বার্থে নতুন জলের লাইন প্রতিস্থাপন করতে গত এক বছরে ৩ বার ৩ - ৫ দিন পর্য্যন্ত জল সরবরাহ বন্ধ রাখতে আমরা বাধ্য হয়েছিলাম। এই সময়ে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন বিকল্প পথে জল সরবরাহের যে উদ্যোগ নিয়েছিল, তা শহরবাসীর কাছে প্রশংসিত হয়েছিল। পুরসভার পক্ষ থেকে শক্তিগড় পর্য্যন্ত নতুন একটি জলের লাইন সংযোজিত করা হয়েছে। এছাড়া নতুন

ট্যাংক ও সিন্থেটিক ট্যাংকের মাধ্যমে যথাসাধ্য পানীয় জল সরবরাহের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। রাজ্য সরকারের জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর থেকে পাওয়া গিয়েছিল প্রয়োজনীয় সহযোগিতা। যদিও এশিয়ান হাইওয়ে কর্তৃপক্ষ প্রতিশ্রুতি মতো কোন আর্থিক সাহায্য এখনও দেয় নাই। গত এক বছরে এশিয়ান হাইওয়ে নির্মাণার্থে কিছু সাময়িক সমস্যা ব্যাতিরেকে, জল সরবরাহ ব্যবস্থায় অন্য সমস্যা হয়েছে সামান্যই। চাপ জনিত সমস্যা অনেকটা হ্রাস করা সম্ভব হয়েছে। পানীয় জল ও আবাসন বিভাগে মোট বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব করা হয়েছে ৫০.৭৭ কোটি টাকা।

আবাসন ঃ

গত ২০১৬-১৭ আর্থিক বর্ষে ২০০০টি হাউসিং ফর অল প্রকল্পের ২০০০টি গৃহ নির্মাণে ৮০ কোটি টাকার প্রকল্পের মধ্যে মাত্র ২৮ কোটি টাকা অনুমোদিত হয়েছে। সেই টাকা আমাদের কর্পোরেশনের হাতে না আসাতে এখনো পর্যন্ত ২০০০টি বাড়ির কাজ শুরু করতে পারা যায়নি। আশা করা যাচ্ছে সেই টাকা খুব তাড়াতাড়ি পাবো। গীতাঞ্জলি প্রকল্পের ২৬৮টি গৃহ নির্মাণের অনুমোদন পাওয়া গেছে (শুধুমাত্র দার্জিলিং জেলার ওয়ার্ডগুলির জন্য)। এছাড়া জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত ওয়ার্ডগুলির জন্য গীতাঞ্জলি প্রকল্পের (এম. এল. এ. কোটা) গৃহ নির্মাণের জন্য ফান্ড পাওয়া গেছে এবং সেই টাকাগুলো শীঘ্রই নির্ধারিত বেনিফিশিয়ারিদের মধ্যে দিয়ে দেওয়া হবে। হাউসিং ফর আরবান পুওর প্রকল্পের পুরাতন বকেয়া প্রায় ৯০ লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে এবং অধিকাংশ বেনিফিশিয়ারির মধ্যে সেই টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া হাউসিং ফর আরবান পুওরের ২১টি গৃহ নির্মাণের বরাদ্দ টাকা এখনও পাওয়া যায়নি। গত ১৩/০৩/১৮ তাং এ রাজ্য সরকার হাউসিং ফর আর্বান পুওর প্রকল্পে ১৮ কোটি টাকা অনুদান, মোট ৩৩টি পৌরসভাকে প্রদান করলেও বাদ অবশ্যই শিলিগুড়ি (মেমো নং ৬১৫)। বাংলার বাড়ি বলে নতুন একটি প্রকল্প আগামী অর্থ বছর থেকে চালু হতে চলেছে। শীঘ্রই তাতে প্রস্তাব পাঠানো হবে। সংখ্যালঘুদের গৃহ সংস্কারের জন্যে গৃহ পিছু ১০,০০০ টাকা প্রদান করার একটি প্রকল্প হাতে নেওয়া হচ্ছে। বছরে ১০০টি সংখ্যালঘু পরিবার এর দ্বারা উপকৃত হবে।

বিদ্যুৎ বিভাগ ঃ

বর্তমান বছরে আমাদের শহরে বিদ্যুৎ বিভাগের কাজের ক্ষেত্রে দুটি বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। প্রথমতঃ ২০ কিলোমিটার স্ট্রীট ফেস-এর ব্যবস্থা, অন্ততঃ ২০০টি নতুন বিদ্যুৎ পোল লাগান, প্রতিটি খুঁটিতে পথবাতি এবং দ্বিতীয়তঃ ১২,৬০০টি পোলে বর্তমানের পুরাতন টিউবলাইট ও টি-৫ সেট পরিবর্তন করে পর্য্যায়ক্রমে এল,ই,ডি, আলোর ব্যবস্থা করা। এর ফলে পথ আলো যেমন আরোও পরিষ্কার হচ্ছে, তেমনি বিদ্যুৎ-এর খরচও কমেছে। শীঘ্রই একজনকে সহকারি ইঞ্জিনিয়ার হিসেবে উত্তীর্ণ করা হবে। এছাড়াও বিদ্যুৎ বিভাগের জন্যে বিশেষ বিশেষজ্ঞ নিযুক্ত করবারও চিন্তা ভাবনা চলছে। ২০১৮ - ১৯ আর্থিক বছরে বিদ্যুৎ বিভাগের বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব রাখা হয়েছে ২৬.৫২ কোটি টাকা।

প্রতি বছর আমাদের প্রায় ১০ - ১২ কোটি টাকা করে পথবাতি ও পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থার জন্যে বিদ্যুৎবিল পরিশোধ করতে হয়। বিগত আর্থিক বছরে ১২ কোটি টাকা বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করার দায় রাজ্য সরকারই নিয়েছিল। এ বছর এখনও পর্য্যন্ত বিদ্যুৎ বিল রাজ্য সরকার পরিশোধ করে নাই। আমরা আশা করছি রাজ্য সরকার বিষয়টি নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। আগামী বছর পথবাতি দেখাশোনার জন্য ৮৪ লক্ষ টাকা, ১৪,০০০টি এল,ই,ডি আলো লাগাতে ৮ কোটি টাকা, ৩০০টি নতুন পোল বসাতে ৬০ লক্ষ টাকা, বিভিন্ন পার্কে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে বিদ্যুতায়ন, বিভিন্ন স্থানে আরও টাইমার বসান হবে, বেশ কয়েকটি স্থানে হাই মাস্ট আলো, কিছু খেলার মাঠে আলোকায়ন করা হবে। শিলিগুড়ি পুর এলাকায় সমস্ত পথ বাতি এল,ই,ডি তে রূপান্তরিত করার জন্যে গ্রীণ সিটি মিশনের কাছে ৪৫ কোটি টাকার প্রস্তাব পাঠান হয়েছে। এই সমস্ত প্রস্তাব রাজ্য সরকারের কাছে আগামী বছরের অগ্রিম পরিকল্পনায় অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এই সমস্ত অর্থ পেলে বিদ্যুৎ বিভাগের কাজকে আরোও উন্নত করা সম্ভব হবে। সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলে কিরণচন্দ্র শ্মশানঘাটে আধুনিক প্রযুক্তিসহ বৈদ্যুতিক চুল্লী, সংস্কার ও সৌন্দর্য্যায়নের প্রকল্পের কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। কারবালা ময়দানেরও সংস্কার করা হবে। সমব্যাথী প্রকল্পে উপকৃত হয়েছে ৮৬০ জন, এখন পর্য্যন্ত।

বাজার ঃ

শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের নিজস্ব মালিকানায় বেশ কয়েকটি সংগঠিত বাজার ও স্টল রয়েছে। বেশ কয়েক বছর আগেই বিধান মার্কেট হস্তান্তরিত করা হয়েছে এস,জে,ডি,-এর হাতে। যদিও ভাড়া আদায় করে থাকে পুরসভা। সেই ভাড়াও সামান্য এবং খুবই অনিয়মিত। বিধান মার্কেটে অনেকগুলি রাস্তার উন্নয়ন করা হয়েছে। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে একটি সুলভ শৌচালয় কমপ্লেক্স নির্মিত হবে। বিবেকানন্দ সুপার মার্কেটের শৌচালয়টির সার্বিক সংস্কারের কাজ করা হয়েছে। অনেকগুলি অসংগঠিত বাজার থেকে টোল আদায় করা হয়। সম্প্রতি ভারত নগর বাজারটি পুনঃ নির্মাণ করে চালু করা হয়েছে। সেখানে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে একটি পার্কিং-এর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

ডি,আই,ফান্ড বাজারটি সরকারি ঘোষণা অনুযায়ী শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের হাতে জেলা প্রশাসনের হস্তান্তর করার কথা। যা আজও হলো না। এই বাজারটির সামগ্রিক সংস্কার হওয়া প্রয়োজন। ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের জন্যে বেশকিছু সুবিধা প্রদানেরও প্রয়োজন। মাছ বাজারের অসমাপ্ত কাজও সমাপ্ত করা প্রয়োজন। হকার্স কর্নার ও নিবেদিতা মার্কেটে স্থায়ী ভবন নির্মাণের জন্যে এস. জে. ডি. এ. এগিয়ে আসুক।

শিলিগুড়ি শহরে রোজগার সৃষ্টিতে সংগঠিত ও অসংগঠিত বাজার ও ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। অর্থনীতিতে এদের বড় ভূমিকা রয়েছে। এই কারণে এই সমস্ত বাজারগুলিতে ন্যুনতম পরিষেবা, আমরা প্রদান করতে চাই। বিশেষ করে পথবাতি, জল, ফার্স্ট এইড, শৌচালয় ইত্যাদি। বিষয়গুলি নিয়ে ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের সমিতির সাথেও কিছু আলোচনা হয়েছে। তাদের ট্রেড এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট প্রদান ও সরলীকরণ করার প্রস্তাব তারা দিয়েছেন। বিষয়গুলি বিবেচনা করা হবে। বাজার বিভাগের বরাদ্দ প্রস্তাব রাখা হয়েছে ২.২০ কোটি টাকা।

জনস্বাস্থ্য ঃ

শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের স্বাস্থ্য ব্যবস্থা জাতীয় নগর স্বাস্থ্য মিশনে (N.U.H.M.) অন্তর্ভূক্ত হয়েছে। সমস্ত স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্য কর্মীরাও এই প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত। মোট ১৯০ জন স্বেচ্ছাসেবী স্বাস্থ্যকর্মী বর্তমানে রয়েছে। ৫৪ টি পদ বর্তমানে শুণ্য। স্বাস্থ্যকর্মীরা দীর্ঘদিন এই শহরের নানা রোগ সচেতনতামূলক কাজ ও বর্তমানে ডেঙ্গু বা মশাবাহিত রোগের বিরুদ্ধে সচেতনতার কাজের সাথে যুক্ত। এছাড়া তারা যুক্ত পাল্‌স পোলিওর সাথে। সম্প্রতি রাজ্য সরকার এদের 'আশা'র মতো কিছু সুবিধা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। F.T.S. পদে বর্তমানে ৩৭ জন কর্মী রয়েছেন, শুন্য পদের সংখ্যা ২৪ জন।

এন,ইউ,এইচ,এম প্রকল্পে শিলিগুড়িতে মোট ১০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্র থাকবার কথা। ৯টি স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নির্মাণ কাজ শেষ হয়েছে, এগুলি সাফল্যের সাথে কাজ করে চলেছে। জমির জটিলতা দূর করে ৫নং ওয়ার্ডের স্বাস্থ্য কেন্দ্র নির্মাণ কাজ শীঘ্রই শুরু হবে। শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত একটি ভাড়া বাড়ীতে পরিষেবা প্রদানের কাজ শুরু করা হবে। বর্তমান বছরে এই সমস্ত স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে ৩৯,১৬৩ জন রোগীর চিকিৎসা করা হয়েছে, এছাড়াও ২০৬৫৩ জন পুরাতন রোগীকেও দেখা হয়েছে, ১০০৮ জনকে অন্য সরকারী হাসপাতালে রেফার করা হয়েছে। একটি মাতৃসদন রয়েছে। ১৮ লক্ষ টাকা ব্যয়ে এর সংস্কারের কাজ শেষ হয়েছে। এর মধ্যে পরিষেবা প্রদান সাময়িকভাবে ব্যহত হয়েছে। আশা করা যাচ্ছে সেখানে এই মাসের মধ্যেই স্বাভাবিক পরিষেবা প্রদান চালু হয়ে যাবে। নতুন একটি আল্ট্রা সাউন্ড মেশিন ক্রয় করা হবে। প্রতি বছর দুঃস্থ পরিবারের কারোর MRI ও CT Scan-এর জন্যে আবেদনের ভিত্তিতে কাউন্সিলররা বছরে দু'জন করে নাম সুপারিশ করতে পারবেন ১০০০ টাকা করে মাথাপিছু সাহায্যের জন্যে। বছরে মোট ১০০ জন রোগী এই আর্থিক সহায়তা পাবেন।

মাতৃসদন ও.পি.ডি. তে প্রয়োজনীয় চিকিৎসকের খুবই অভাব। অনেক চিকিৎসক সামান্য সাম্মানিকে কাজ করতে ইচ্ছুক নন। সাম্মানিক কিছুটা হলেও বৃদ্ধি করার প্রয়োজন।

এছাড়াও আমাদের ৬১টির মতো উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে। যেখানে সপ্তাহে বা মাসে একদিন করে চিকিৎসক বসার কথা। চিকিৎসকের অভাবে অনেক উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে পরিষেবা প্রদানে ব্যঘাত ঘটছে। চেষ্টা করা হচ্ছে আরো P.T.M.O. নিযুক্ত করার। প্রয়োজনে এ বিষয়ে কিছু অ-সরকারি সংস্থারও সহযোগিতা নিতে হবে। নিয়মিতভাবে করা হয় টিকাকরণের কাজ, এর জন্যে ১৭টি কেন্দ্র রয়েছে। প্রতিটি উপস্বাস্থ্যকেন্দ্রে সপ্তাহে বা মাসে একদিন করে চিকিৎসক বসাবার ব্যবস্থা করা হবে। সমস্ত প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলির পরিষেবা ব্যবস্থা আরও উন্নত করার একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হচ্ছে। স্বাস্থ্য ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্যে ৬ কোটি টাকার প্রকল্প প্রস্তুত করা হবে।

এন,ইউ,এইচ,এম অন্তর্গত স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে বর্তমানে মোট ২০ জন গ্রুপ সি ও গ্রুপ ডি কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে। যদিও ১০টি স্টাফ্ নার্স, ২টি ফার্মাসিস্ট, ৮টি ল্যাব টেক্‌নিসিয়ান, ১ জন হেল্‌থ্ মনিটরিং ম্যানেজার, ১ জন এপিডেমোলোজিস্ট পদ এখনও শুন্য। এই সমস্ত পদগুলি রাজ্য সরকার ইন্টারভিউর

মাধ্যমে পূরণ করে থাকে। এছাড়াও শুন্য রয়েছে এ.এন.এম, ও.জি.এন.এম. পোস্টগুলিও।

রাজ্য সরকার ও জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিককে এই সমস্যার বিষয়ে বেশ কয়েকবার অবগত করা হয়েছে। স্বাস্থ্য বিভাগের বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব রাখা হয়েছে ১৯.৭১ কোটি টাকা।

ডেঙ্গু ও মশাবাহিত রোগ সম্পর্কেঃ

রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের সূত্রে প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী ২০১৭ সালে, ডিসেম্বর পর্য্যন্ত শিলিগুড়ি পুর এলাকায় মোট ১২০০ জন মানুষ আক্রান্ত হয়েছিল ডেঙ্গু রোগে।

যদিও ২০১৩ সালে এই সংখ্যা ছিল শুধু দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি পুর এলাকায় ১০৭৯ জন, ২০১৪ সালে তা ছিল ১৬৭ জন, ২০১৫ সালে তা ছিল ৩৩ জন, ২০১৬ সালে ১৬৭ জন। স্বাস্থ্য দপ্তরের সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে ২০১৭ সালে শিলিগুড়ি এলাকায় প্রায় ১২০০ জন ডেঙ্গু রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪ জন। আর একটি তথ্য থেকে জানা যায় শিলিগুড়ি হাসপাতালও উত্তরবঙ্গ মেডিক্যাল কলেজে মোট ১০,৩৪৮ জনের ম্যাক এ্যালাইজা পরীক্ষা করা হয়েছিল, তার মধ্যে পজিটিভ্ হয়েছিল ১০৪৬ জন। শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন বিগত বছরে ডেঙ্গু বা মশাবাহিত রোগ প্রতিরোধ ও সচেতনতা বিষয়ে বিশেষ করে মশা সৃষ্টির কেন্দ্র নির্মূল করার বিষয়ে এতোটুকু আত্ম সন্তুষ্টি না রেখে সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এ বিষয়ে পুরসভা স্বাস্থ্য দপ্তরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা ও পরামর্শ নিয়ে চলেছিল। সমস্ত কাউন্সিলর ও পুরকর্মীরা যথাসাধ্য কাজ করেছে। বিভিন্ন অ-সরকারি সংস্থা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা চাওয়া হয়েছিল। প্রায় ৭৫০ জন স্বাস্থ্য কর্মী ৬ মাস ধরে বাড়ি বাড়ি গিয়ে মাসে দু'বার করে সমীক্ষা চালিয়েছিল। জানুয়ারী মাস থেকে সেই সমীক্ষা পুনরায় শুরু হয়েছে। এ বিষয়ে তাদের প্রশিক্ষণও দেওয়া হয়েছে।

যদিও ভারতে যে ক'টি রাজ্যে ডেঙ্গু বা মশাবাহিত রোগের প্রবণতা বেশী, পশ্চিমবঙ্গ তার অন্যতম। এছাড়াও জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবও এর সাথে যুক্ত।

২০১৮ সালে ডেঙ্গু রোগের বিরুদ্ধে শহরবাসীকে সচেতন করা, প্রথম থেকেই এই রোগের আঁতুরঘর নির্মূল করা ইত্যাদির ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে একটি পরিকল্পনা বা প্ল্যান অব অ্যাকশন প্রস্তুত করা হয়েছে। গত ২৪ ফেব্রুয়ারি একটি বড় ধরণের জন সচেতনতা পদযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এবার একই ধরণের পদযাত্রা করা হবে ওয়ার্ড ভিত্তিক। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, অ-সরকারি সংস্থা, সরকারি দপ্তর, রেল, ব্যাংক, ব্যবসায়ী সকলেরই সহযোগিতা চাওয়া হয়েছে। প্রত্যেক ওয়ার্ড ভিত্তিক সংশ্লিষ্ট কর্মীদের নিয়ে কাউন্সিলরের সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠনেরও সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে

রাজ্য সরকারের পৌর বিষয়ক দপ্তরের নির্দেশিকা মতো আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও প্রয়োজনীয় আরোও স্প্রে মেসিন, ফগিং মেসিন সংগ্রহ করা হবে, ইতিমধ্যেই ৫টি বোরো ভিত্তিতে মোট প্রায় ১৬৫ জন নতুন কর্মী নিযুক্ত করা হয়েছে। প্রতিটি ওয়ার্ডে ওয়ার্ড ভিত্তিক গঠন করা হবে ভেক্টর কনট্রোল টিম। এপ্রিল বা মে মাসের মধ্যে ঠিকা ও চুক্তির ভিত্তিতে আরও বেশ কিছু সাফাইকর্মী নিযুক্ত করা হবে, বিশেষ সাফাই

অভিযানের জন্যে।

রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো জঞ্জাল ব্যবস্থাপনা বিভাগকে ঢেলে সাজাতে কর্মী নিয়োগ ও আধিকারিক নিযুক্ত করার বিষয়ে চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। রাজ্য সরকারের কাছে সমস্ত শুন্য পদগুলি পূরণের জন্যে আবেদন জানান হয়েছে।

একথা স্বীকার করতেই হবে বর্তমান সময়ে এই কাজ পরিচালনা করা অনেক খরচ সাপেক্ষ।

গত বছর রাজ্য সরকারের কাছে এই বাবদ আমাদের পাওনা ছিল প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা। সেই টাকা আজও আমরা পাই নি। শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের প্রাপ্য এই অর্থ দিয়ে দেওয়া হয়েছিল S.J.D.A. কে। রাজ্যের অন্য কোন পৌরসভার ক্ষেত্রে এমন নজির নেই। আমরা আশা করবো বর্তমান বছরে এমন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে না।

আমরা চাই এই কাজে সমস্ত কাউন্সিলর ও পুরকর্মী, ওয়ার্ড কমিটিগুলির প্রয়োজনীয় সহযোগিতা। শিলিগুড়িতে পরীক্ষামূলকভাবে সাবধানতা অবলম্বন করেই ড্রোনের সাহায্য নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে। ড্রোনের সাহায্যে সহজেই চিহ্নিত করা সম্ভব হবে মশার আঁতুর ঘর।

ট্রেড্ লাইসেন্স ঃ

গত ০১-০৮-২০১৭ তারিখ থেকে রাজ্য সরকার অনুমোদিত ট্রেড্ এনলিষ্টমেন্ট সার্টিফিকেট সংক্রান্ত নতুন আইন ও বিধি শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনে কার্য্যকরি করা হয়েছে। এতে এই বাবদ আদায় কিছুটা কমলেও এর পরিধি বৃদ্ধি করে যতটা সম্ভব আদায় বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই বিভাগের কাজের গতি বৃদ্ধি, স্বচ্ছতা, সরলীকরণ ইত্যাদির জন্যে এই বিভাগ সচেষ্ট। এই বিভাগের কাজের ওপর নিবিড় নজর রাখার জন্যে সি,সি,টি,ভি, বসান হয়েছে। প্রয়োজনীয় দক্ষ কর্মী নিযুক্ত করার পর যত দ্রুত সম্ভব সার্টিফিকেট পুনর্নবীকরণের দায়িত্ব বোরো কমিটিগুলির কাছে হস্তান্তর করা সম্ভব হবে। ইতিমধ্যে ক্লাউড সার্ভার বসান হয়েছে। নতুন বাড়ির অক্যুপেন্সি সার্টিফিকেট ব্যতিত ট্রেড এনলিস্টমেন্ট সার্টিফিকেট না প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

বিজ্ঞাপন ঃ

বিজ্ঞাপন বিভাগে রাজস্বও আদায়ও মোটামুটি বৃদ্ধি পেলেও এখনও বহু হোর্ডিং রয়েছে যেগুলি বিনা অনুমতিতে চলছে। এইগুলিকে চিহ্নিত করে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। প্রতিটি হোর্ডিং-এ পুরসভার লোগো লাগাবার ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হবে। শহরের বিভিন্ন বৈদ্যুতিক পোলে কিয়স্ক লাগাতে টেন্ডার করা হয়েছে। বে-আইনি হোর্ডিং-এর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। বিজ্ঞাপনে কর ও চার্জ প্রদানে ফাঁকির বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শীঘ্রই বিজ্ঞাপনে এল,ই,ডি স্ক্রীন ব্যবহার করা হবে। আশা করা যাচ্ছে এই অর্থ বছরের শেষে কিয়স্ক বাবদ যথাযথ অর্থ পাওয়া যাবে।

পার্কিং ঃ

বর্তমানে শিলিগুড়ি পুরসভা অন্তর্ভূক্ত এলাকায় ২২টি অনুমোদিত পার্কিং ব্যবস্থা চালু রয়েছে। কিছু পার্কিং অ-অনুমোদিত। কিছু পার্কিং লটের বিরুদ্ধে নিয়ম ও বিধি না মেনে চলার অভিযোগ রয়েছে। পুলিশ প্রশাসনের সহযেগিতায় এই সমস্তর বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

পার্ক ও উদ্যান ঃ

পার্ক উন্নয়ন ও সবুজায়নে কেন্দ্রীয় প্রকল্প আম্রুত থেকে ৬২ লক্ষ টাকা পাবার কথা। পেয়েছিল মাত্র ২৯ লক্ষ টাকা। যদিও অনেক কাজ ইতিমধ্যেই হয়ে গেছে। রাজ্য সরকারকে বারে বার জানান সত্ত্বেও, তাদের প্রতিনিধি দল বহুবার পর্য্যবেক্ষণ করে যাবার পরেও বাকি ৩৩ লক্ষ টাকা আজও পাওয়া যায়নি। পুরসভা নিজেদের অর্থ ব্যয়ে অনেকগুলি পার্কের উন্নয়ন ও আলোকায়ন করেছে। সূর্য সেন পার্ককে আরো আকর্ষণীয় করা হবে।

৪৫নং ওয়ার্ডে একটি খুবই সুন্দর ও আকর্ষণীয় পার্ক নির্মাণ করা হয়েছে। শীঘ্রই এটি আনুষ্ঠানিকভাবে চালু করা হবে।

মহানন্দা নদীর পাড়ে এবং বিসর্জন ঘাটের সৌন্দার্য্যায়ন ও আলোকায়নে একটি প্রকল্প প্রস্তুত করা হচ্ছে। সাংসদ ও বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে এই কাজ করার চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে।

কিরণ চন্দ্র শ্মশান ঘাট এলাকার সৌন্দর্য্যায়নের জন্যে ২০ লক্ষ টাকার একটি প্রকল্প প্রস্তুত করা হয়েছে। শীঘ্রই তার কাজ শুরু করা হবে। এই বিভাগে বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব রাখা হয়েছে ৩.৬৪ কোটি টাকা।

অতিথি নিবাস ও ভবন ঃ

পৌর কর্পোরেশনের নানা কাজের ভিত্তিতে বিভিন্ন দপ্তর গঠন করা হয়। এর মধ্যে একটি ছোট cell (Booking Cell) গঠন করে শিলিগুড়ি ও তার আশপাশের শহরগুলিতে বসবাসকারী গরীব মানুষের অল্প পয়সার ভিত্তিতে থাকার ব্যবস্থা করা হয় যাতে তারা এখানে এসে চিকিৎসার পরিষেবা পান। বর্তমানে শিলিগুড়িতে Pantha Niwas, Kanchanjangha Youth Hostel (স্বল্প কয়েকটি ঘর) এবং সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য Kiran Chandra Bhavan-টি আছে। শিলিগুড়ির বাইরে কলকাতাতে Siliguri Atithi Niwas বানানো হয় মূলতঃ শিলিগুড়িবাসীদের কথা চিন্তা করে। অনেকদিন ভবনগুলির renovation হয়নি। বর্তমানে বামফ্রন্ট বোর্ড সমস্ত ভবনগুলির renovation করা শুরু করে, যাতে মানুষের কিছুটা সুবিধা হয়। মাঝে ভবনগুলির collection পূর্বের তুলনায় একটু কম হয়েছে তার কারণ হিসাবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ ও দার্জিলিং-এ অশান্তির পরিস্থিতি (Rail Line, Rail Bridge ও মোর্চার আন্দোলন)। এই অবস্থাগুলি কাটিয়ে উঠে ভবনগুলির আয় পূর্বের তুলনায় ভাল অবস্থায় পৌছায়। সমস্ত ভবনগুলি Booking Cell-এর মাধ্যমে ধারাবাহিক নজরদারি করা হয়। দিন প্রতিদিন Siliguri Atithi Niwas-এর উপর চাপ বৃদ্ধি পাচ্ছে। পূর্বে Booking না করে থাকার প্রবণতা তৈরী হয়েছিল। বর্তমানে তা কাঠিয়ে ওঠা গেছে। ১৭৮ লক্ষ টাকা

ব্যয় করে কলকাতায় দ্বিতীয় অতিথি নিবাসটি নির্মাণের একটি উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে

অতিথি নিবাস ও ভবনগুলি নিয়মিতভাবে ও আরোও সুচারুরূপে পরিচালনার জন্যে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং সেলের প্রয়োজন। পরিষেবার আরোও উন্নতি ঘটাবার প্রয়োজন, আয়ও বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। খরচের তুলনায় আয় হয় খুবই সামান্য। এই বিভাগের বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব ধরা হয়েছে ২.৭৪ কোটি টাকা।

সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিল ও বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিল ঃ

শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে সেই সমস্ত মাননীয় লোকসভা ও রাজ্যসভা সাংসদদের প্রতি, যাদের সাংসদ এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে আমরা বেশকিছু উন্নয়নমূলক কাজ করতে সমর্থ হয়েছি। শিলিগুড়ির বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্য্যের কাছ থেকেও আমরা পেয়েছি বেশকিছু উন্নয়নমূলক কাজের জন্যে বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে কিছু অর্থ।

গত তিন বছরে আমরা পেয়েছি বিভিন্ন সাংসদের মাধ্যমে তাদের এলাকা উন্নয়ন তহবিলে প্রায় ১৩ কোটি টাকা। বেশকিছু অর্থ দার্জিলিং জেলা শাসকের কাছে পড়ে রয়েছে, যা এখনও আমাদের আ-বন্টিত করা হয়নি। যে সমস্ত সাংসদ/বিধায়করা অর্থ বন্টন করেছেন, তারা হলেন —

১) সীতারাম ইয়েচুরি (প্রাক্তন)
২) তপন সেন
৩) ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়
৪) কুণাল ঘোষ
৫) প্রদীপ ভট্টাচার্য্য
৬) রূপা গাঙ্গুলি
৭) অশোক ভট্টাচার্য্য (বিধায়ক)
৮) এস,এস, আলুওয়ালিয়া
৯) সমন পাঠক (প্রাক্তন)

এছাড়াও সম্প্রতি সাংসদ তপন সেন ও সাংসদ এস,এস, আলুওয়ালিয়া কাছে যথাক্রমে আরোও ৫ কোটি ও এক কোটি টাকার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। সাংসদ কুণাল ঘোষ, সম্প্রতি কিরণ চন্দ্র শ্মশান ঘাটে নতুন একটি বৈদ্যুতিক চুল্লীর জন্যে ৬১ লক্ষ টাকা শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের জন্যে allocate করেছেন। বিধায়ক অশোক ভট্টাচার্য্যও আরো ৩০ লক্ষ টাকা allocate করেছেন। প্রস্তাব পাঠানো হয়েছে সাংসদ শচীন তেন্ডুলকারের কাছেও।

সাংসদ ও বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলের অর্থে নানা ধরণের বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে শ্মশান ঘাট উন্নতিকরণ, মহিষমারি নদীর ওপর সেতু, পঞ্চানই নদীর ওপর সেতু, ডাম্পিং গ্রাউন্ডের মধ্যে রাস্তা নির্মাণ, মৃতদেহ সাময়িক সময়ের জন্যে সংরক্ষণ ব্যবস্থা, মৃতদেহ বহনকারী যান, বহু রাস্তা, ড্রেন, কালভার্ট, মহানন্দা তীর সৌন্দর্যকরণ ইত্যাদি নানা ধরণের কাজ রয়েছে। শিলিগুড়ি পুর সভার উন্নয়নমূলক কাজের প্রয়োজনীয় অর্থ না পাবার মধ্যেও যে ভাবে দলমত নির্বিশেষে সাংসদরা

আমাদের পাশে দাঁড়িয়েছেন সে জন্যে তাঁদের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা জানাবার ভাষা জানা নেই।

উন্নয়ন পরিকল্পনা, সংস্কার, যানজট সম্পর্কেঃ

সুইজারল্যান্ড ডেভলপ্‌মেন্ট কো-অপারেশন এবং ICLEI-র সহযোগিতায় শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন এলাকায় নগরোন্নয়ন ও নগরায়নের সাথে সম্পর্কিত কিছু বিষয়ে কিছু উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। যার একটি হলো জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবজনিত বিষয়ে একটি এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করা। অন্যটি হল, শিলিগুড়িতে লাইট রেল ট্রান্সপোর্ট সিস্‌টেমের সম্ভাবনা সম্পর্কে একটি সমীক্ষা করা। এছাড়াও এই দুই সংস্থার সহযোগে শহরে ৪টি এয়ার কোয়ালিটি মেশিন বসান হয়েছে। পানীয় জল সরবরাহ ব্যবস্থায় ছিদ্র অন্বেষণ করতে দুটি লিক্ ডিটেকশন যন্ত্রও পাওয়া গেছে। পরীক্ষামূলক ভাবে ১৭ ও ২ নং ওয়ার্ডকে বেছে নিয়ে জঞ্জাল শুন্য ওয়ার্ড গড়ার লক্ষমাত্রা নিয়ে কিছু কাজ শুরু করা হয়েছে।

এই দুই সংস্থার সহযোগিতা নিয়ে ক্লাইমেট রেসিলিয়েন্স সিটি এ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুতির কাজ শুরু হয়ে গেছে। মূল লক্ষ শিলিগুড়ি শহরে গ্রীণ হাউস গ্যাস নির্গমনের হার কমান। গত ডিসেম্বর মাসে এই শহরের মেয়রকে ভিয়েতনামের হো-চি-মিন সিটিতে এ বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক শীর্ষ সম্মেলনে আমন্ত্রণ জানান হয়েছিল। এই সংক্রান্ত বিষয়ে চীনের কুন মিং শহরের মেয়র আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র, চেয়ারম্যান ও একজন মেয়র পারিষদকে, তারা চীন ভ্রমণ করেছেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করেছেন।

ভারত সরকারের নগরোন্নয়ন মন্ত্রকের সহযোগিতায় শিলিগুড়ি শহরের জন্যে প্রস্তুত করা হয়েছে একটি সিটি ডেভলপ্‌মেন্ট প্ল্যান (C.D.P.)। এছাড়াও একই মন্ত্রকের সহযোগিতায় কঠিন বর্জ্য পদার্থ ব্যবস্থাপনার জন্য (S.W.M.) একটি ডি,পি,আর প্রস্তুত করা হয়েছে। এছাড়াও প্রস্তুত করা হয়েছে একটি City Sanitation প্ল্যান ও। এই সমস্ত ডি,পি,আরগুলি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত করতে অনুমোদনের জন্যে পেশ করা হয়েছে। এছাড়াও গ্রীণ সিটি মিশনের জন্যেও একটি প্রকল্প প্রস্তাব পাঠান হয়েছে।

শিলিগুড়ির একটি বড় সমস্যা হলো যানজট বা ট্রাফিক ট্রান্সপোর্টেশন সংক্রান্ত সমস্যা। এই শহর গড়ে উঠেছিল অপরিকল্পিত অবস্থা থেকে। '৯০ এর দশকে তৎকালিন শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ (S.J.D.A.) একদিকে যেমন ভূমি সদ্‌ব্যবহার মানচিত্র প্রস্তুত করেছিল তেমনিই প্রস্তুত করেছিল একটি ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বা পার্সপেক্টিভ প্ল্যান (Vision - 2025)। সেই পরিকল্পনাকে সামনে রেখে সেই সময়ে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল একটি অপরিকল্পিত শহরকে পরিকল্পিত শহরে রূপ দেবার। তার মধ্যে বিশেষ ভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল ট্রাফিক ও ট্রান্সপোর্টেশন প্ল্যান প্রস্তুতির ওপর। খড়গপুর আই,আই,টির সহযোগিতায় সেই পরিকল্পনা প্রস্তুত করে কার্য্যকরি করা শুরু হয়েছিল। এই পরিকল্পনায় বলা হয়েছিল শিলিগুড়ি হবে পশ্চিমবঙ্গের উত্তর প্রান্তের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণএকটি শহর। অবস্থানগত, অর্থনৈতিক,

বাণিজ্যিক, সামরিক সবদিক দিয়েই। এই শহরের সবচাইতে বড় সমস্যা হলো একদিকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, ঘন বসতি এবং সবচাইতে বেশী হারে যান চলাচলের হার বৃদ্ধি। সেই তুলনায় রাস্তার হার কম। সেই কারণেই সেই নগর পরিকল্পনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল বিকেন্দ্রীকরণের ওপর। কিছু পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হয়েছিল স্বল্প মেয়াদি, কিছু মধ্য মেয়াদি, কিছু দীর্ঘ মেয়াদি। সম্প্রতি এই শহরে দূষণের মান বৃদ্ধি পেয়েছে। মূলতঃ যানবাহনই দূষণের মূল উৎস।

স্বল্পমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে ছিল বিভিন্ন রাস্তায় ট্রাফিক লাইট, কিছু রাস্তা প্রশস্তকরণ করা, কিছু রাস্তা বিভক্তিকরণ, কিছু একমুখি করা, কিছু পাইকারি ব্যবসা শহর থেকে বাইরে নিয়ে যাওয়া। যেমন তরি-তরকারি, আলু, মাছ ব্যবসাকে রেগুলেটেড মার্কেটে, শহরের ভেতর থেকে ট্রাক টার্মিনাল বাইরে নিয়ে যাওয়া, শহরের বাইরে বাস টার্মিনাস নিয়ে যাওয়া ইত্যাদি। সেই সময় এই সমস্ত প্রস্তাবগুলি অনেকটা কার্যকরি হয়েছিল।

মধ্যমেয়াদি প্রস্তাবে ছিল মহানন্দা নদীর ওপর অন্ততঃ ৪টি নতুন সেতু নির্মাণ করা, ফুলেশ্বরী-জোড়াপানি নদীর ওপর আরো সেতু নির্মাণ, ইস্টার্ন বাইপাস, ঘোষপুকুর-ফুলবাড়ী বাইপাস, জলপাইগুড়ি যাবার একটি বিকল্প রাস্তা নির্মাণ, শহরের উপকণ্ঠে কয়েকটি উপনগরী নির্মাণ, একটি ট্রান্সপোর্ট নগরী নির্মাণ — এসব কাজ ইতিমধ্যে হয়ে গেছে বা শেষের পথে।

শহরের মধ্য থেকে পাইকারি খাদ্য সামগ্রীর বাজার পরিবহন নগরীতে নিয়ে যাওয়া, এর জন্যে জমিও বন্টন করা হয়েছিল, কিন্তু তা আজও স্থানান্তরিত হয় নি।

দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনার মধ্যে ছিল শহরে বেশ কয়েকটি স্থানে যেখানে যানযট নিত্যদিনের ঘটনা সেখানে উড়ালপুল ও আন্ডারপাস নির্মাণ। দুটি ফ্লাইওভার, ৩টি আন্ডারপাস সেই সময় নির্মিত হলেও পরে আর কোন উড়ালপুল বা আন্ডারপাস নির্মিত হয় নাই। যদিও নিউজলপাইগুড়িতে একটি আন্ডারপাস নির্মাণ কাজ চলছে। দীর্ঘমেয়াদি প্রকল্পে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল, ব্যক্তিগত গাড়ী ব্যবহারকে নিরুৎসাহিত করে লাইট রেলের মতো প্যাসেঞ্জার ট্রাফিক ব্যবস্থাকে উৎসাহিত করা। প্রয়োজন শহরের দুটি স্থানে এলিভেটর রোড নির্মাণ।

শিলিগুড়ির যানজট সমস্যার বিষয়টি নানা কারণে জটিল থেকে জটিলতর হয়ে উঠছে। ট্রাফিক বিষয়টির সাথে যুক্ত পুলিশ-প্রশাসন, পরিবহন, ডেভলপ্‌মেন্ট অথরিটি, পৌর কর্পোরেশন, পূর্ত দপ্তর ইত্যাদি।

ট্রাফিক ব্যবস্থার সাথে এই সমস্ত বিভাগ গুলি নানাভাবে যুক্ত। এর জন্যে প্রয়োজন সমস্ত বিভাগগুলির মধ্যে সমন্বয়ের। ট্রাফিক ব্যবস্থার অবনতিতে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার ওপর প্রভাব পড়ে, দূষণ ও গ্রীণ হাউস গ্যাসের নির্গমনের ফলে অর্থনীতির ওপর, স্বাস্থ্যের ওপর বিরূপ প্রভাব পড়ে। পুরসভারও দায়িত্ব নেই তা আমরা অস্বীকার করছি না। তবে শুধু হকাররা এর জন্যে দায়ী নয়। এর মূল দায়

উপযুক্ত রাস্তার অভাব, অবশ্যই অতিরিক্ত যান চলাচল। গত কয়েক বছরে শিলিগুড়িতে প্রায় ২০ হাজার নতুন করে টোটো চলাচল করছে, নিয়ন্ত্রণহীনভাবে বাড়ছে ব্যক্তিগত ২ চাকা ও ৪ চাকার গাড়ী, অটো, বাসও। যার সাথে পরিবহন ও প্রশাসন যুক্ত। সুষ্ঠ নীতি প্রয়োজন টোটো চলাচলের ক্ষেত্রেও। কিছু রাস্তা একমুখীকরণ করে যান চলাচল করতে দেওয়া উচিৎ। স্কুল বাসের ওপরও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন। একই সাথে যুক্ত পার্কিং ব্যবস্থাকে আরও শৃংখলাবদ্ধ করার বিষয়। সাথে সাথে বিভিন্ন বসবাসের বাড়িগুলি অ-বসবাসের স্বার্থে ব্যবহার করার প্রবণতাকে রোধ করা, গ্যারেজগুলিকে বাণিজ্যিক কাজে ব্যবহার রোধ করা ইত্যাদি। এই সমস্ত বিষয়ে দায়িত্ব রয়েছে পুর সভারই। আমাদের অবশ্যই তার দায়িত্ব নিতে হবে। সেই কারণে প্রয়োজন বিভিন্ন বিভাগের সাথে আরও সমন্বয়। পুরসভার পক্ষ থেকে ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে মাঝে মাঝে সভা করা হয়। আমাদের অভিমত, দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনাগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্যে S.J.D.A. ও P.W.D. কেও এগিয়ে আসতে হবে। প্রশাসনিক স্তর থেকে থাকা প্রয়োজন একটি স্থায়ী কমিটি। কেন্দ্রীয় গ্রীণ বেঞ্চ ট্রাইবুনালের রায়ের প্রতি মর্য্যাদা দিয়ে মহানন্দা নদী দূষণ রোধ করতে এই পূরসভা সচেষ্ট।

কাউন্সিলর এলাকা উন্নয়ন তহবিল ও মেয়র ত্রাণ তহবিল সম্পর্কে ঃ

আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও কাউন্সিলর এলাকা উন্নয়ন তহবিলের ৬৩.৩৩ শতাংশ অর্থ এখনও পর্য্যন্ত release করা সম্ভব হয়েছে। এর মধ্যে স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা খাতে ব্যয়ে ৬৯.১৫ লক্ষ টাকা। ওয়ার্ড অফিস খাতে ৯,৬৭,৫০১ টাকা, ক্রীড়া ৮.৮৮ লক্ষ টাকা, ওয়ার্ড উৎসব খাতে ৭৬ লক্ষ টাকা (৮০.৮৫ শতাংশ) প্রদান করা হয়েছে। কাউন্সিলর তহবিল থেকে চিকিৎসা, শিক্ষা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে উপকৃত হয়েছে মোট ১৩০৫ জন। মাসিক ভাতার মাধ্যমে ৫০০ জন বিধবা ও বৃদ্ধরা উপকৃত হয়েছেন।

এছাড়াও মেয়রের ত্রাণ তহবিলে ৪০ জনকে চিকিৎসা ইত্যাদি ক্ষেত্রে আর্থিক সহায়তা করা হয়েছে ২.০৬ লক্ষ টাকা।

পুরকর্মী সম্পর্কিত বিষয় ঃ

বর্তমানে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনে স্থায়ী অনুমোদিত পদের সংখ্যা ৭৮৯। যা বর্তমান পৌর কর্পোরেশনের পরিকাঠামো অনুযায়ী খুবই কম। একাধিক বার তদ্বির করা সত্ত্বেও আজও স্টাফ প্যাটার্নের সরকারী অনুমোদন আসেনি। ফলে নিম্নলিখিত সংখ্যক অস্থায়ী কর্মী ও চুক্তি ভিত্তিক কর্মী দিয়ে পৌর সভার জন পরিষেবা প্রদানের কাজ চালু রাখতে হচ্ছে এবং এদের বেতন পৌর সভার নিজস্ব তহবিল থেকে ব্যয় করা হচ্ছে। ইতিমধ্যে ১৫০ জন অস্থায়ী কর্মী যারা দীর্ঘ ১ বছরের বেশী সময় কাজে অনুপস্থিত তাদের চাকরী থেকে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের শূন্যস্থান পূরণের ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

অস্থায়ী ও চুক্তি ভিত্তিক কর্মী সংখ্যা ফেব্রুয়ারি, ২০১৮ পর্যন্ত

১)	ম্যান্ডেজ কর্মী	৬৯৬
২)	টেম্পোরারি কর্মী	৩৫
৩)	রেগুলার কর্মী	১১২৬
৪)	চুক্তি ভিত্তিক কর্মী	২৬৯
		মোট ২১২৬ জন

বর্তমানে স্থায়ী শূন্য পদের সংখ্যা ৩৪০। ইতিমধ্যে ২২১টি স্থায়ী গ্রুপ 'ডি' শূন্য পদ পূরণের লক্ষ্যে রাজ্য সরকারের কাছে অনুমোদনের জন্য পাঠানো হয়েছে এবং বিভিন্ন ক্যাটেগরির ২৪টি পোস্টে নিয়োগের জন্য সরকারী নিয়ম অনুযায়ী মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। এর জন্য মিউনিসিপ্যাল সার্ভিস কমিশনকে ইতিমধ্যে ১০ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা দেওয়া হয়েছে। N.U.H.M এবং N.U.L.M প্রকল্পের বহু অনুমোদিত পদ আজও শূন্য। নিয়োগ সংক্রান্ত জটিলতার জন্য এই পদগুলি পূরণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এই প্রকল্পগুলির অধীনে যে সকল পদ পূরণ করা হয়েছে সেগুলিরও আজ পর্যন্ত অনুমোদন আসেনি। সরকারী অনুমোদন না আসায় A.F.C পদটি আজও শূন্য। এছাড়া ৪২টি died in harness case দীর্ঘদিন ধরে সরকারী ঘরে অনুমোদনের অপেক্ষায় পড়ে রয়েছে।

সীমাবদ্ধ আর্থিক ক্ষমতার মধ্যেও অস্থায়ী কর্মীদের জন্য যে সকল সুযোগ সুবিধা প্রদান করা হয়েছে —

১) ১০ বছরের কম, ১০-১৫ বছরের মধ্যে এবং ১৫ বছরের উপরে সকল অস্থায়ী কর্মীদের হাজিরা বৃদ্ধি করে যথাক্রমে ২৩০ টাকা, ২৩৫ টাকা এবং ২৪০ টাকা হারে ০১/০১/২০১৮ তারিখ থেকে বৃদ্ধি করা হয়েছে।

২) ১০ বছরের অধিক ১০১০ জন অস্থায়ী কর্মীকে রেগুলার হিসাবে উন্নীত করা হয়েছে।

৩) সকল রেগুলার কর্মীদের জন্য বছরে ১৫ দিনের স্পেশাল লিভের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৪) ৬০ বছরের উর্ধ্বের যে সকল অস্থায়ী কর্মীরা কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করেছেন তাদের পরিবারের একজন কর্মক্ষম ব্যাক্তিকে সেই স্থানে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৫) ১০ বছরের বেশী কর্মরত অবস্থায় কোন অস্থায়ী কর্মী মারা গেলে সেই স্থানে পরিবারের একজন কর্মক্ষম ব্যাক্তিকে নিয়োগের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৬) সকল অস্থায়ী এবং চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের EPF-এর টাকা প্রতি মাসে সময় মতো সংশ্লিষ্ট দপ্তরে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে।

৭) সকল অস্থায়ী কর্মীদের সুষ্ঠুভাবে বেতন প্রদানের জন্য নতুন Software তৈরী করা হয়েছে এবং মাসের ১লা তারিখে বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দপ্তর সম্পর্কিত একটি প্রতিবেদন — ২০১৭-২০১৮

শিক্ষা সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দপ্তরের মূল ভাবনাটা হল একেবারে প্রাথমিক স্তর থেকে এই শহরের আর্থিক দিক থেকে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর ছেলে-মেয়েদের মধ্যে যথাসম্ভব সুস্থ শিক্ষার পরিবেশ তৈরী করা, এবং শিক্ষা সংস্কৃতি ও ক্রীড়া ক্ষেত্রের প্রসারণ ঘটিয়ে তরুণ প্রজন্মকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।

উক্ত বিষয়কে মাথায় রেখে বর্তমান পুর বোর্ড ২০১৫ সালে এই পৌর কর্পোরেশনের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে শিক্ষা সংস্কৃতি ও ক্রীড়া দপ্তর বিভিন্ন কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। সাহিত্য, নাটক ও খেলাধূলার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এই শহরের বিশিষ্ট কৃতী ব্যক্তিত্বদের আমরা যথাক্রমে পুর সাহিত্য সম্মান, পুর নাট্য সম্মান বিগত দুই বছর ধরে চালু করেছি। শিক্ষা ক্ষেত্রে বিভিন্ন ভাষাভাষী ছাত্র-ছাত্রীদের উৎসাহিত করবার উদ্দেশ্যে তথা বিজ্ঞানে অনুসন্ধিৎসা বৃদ্ধি করবার জন্য বিগত বছরের মতো এবছরও আমরা ভানুভক্ত মেধা পুরস্কার, মুন্সী প্রেমচাঁদ মেধা পুরস্কার, ডঃ এ. পি. জে. আবদুল কালাম মেধা পুরস্কার দিয়েছি। দুঃস্থ ও মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের জয়েন্ট এন্ট্রান্স পরীক্ষার প্রস্তুতির জন্য মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কোচিং চালু করেছি। সংস্কৃতি ও খেলাধূলার উন্নতি ও উৎসাহ প্রদানের জন্য ওয়ার্ড উৎসব, রাজ্য সরকার নির্দেশিত রাখী বন্ধন, ছাত্র-যুব উৎসব, বিবেক চেতনা উৎসব, সুভাষ উৎসবের মত উৎসবসমূহ সহ বর্ষব্যপী বিভিন্ন মণিষীদের যেমন রবীন্দ্রনাথ, কাজী নজরুল ইসলাম, বিদ্যাসাগর, ডঃ বি. আর. আম্বেদকর, ক্ষুদিরাম, সূর্য সেন প্রমুখ মণীষী ও দেশপ্রেমিকদের জন্ম দিবস পালন, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদ্‌যাপন, বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিক সেমিনার ও নাগরিক সভা করা হয়েছে। শিলিগুড়ির নাট্য দলগুলোর মহড়া কক্ষ খোলা হয়েছে ইন্ডোর স্টেডিয়ামে। ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ির বেশ কিছু স্কুলে ইকো ক্লাব এবং ছাত্র-ছাত্রীদের বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অনুসন্ধিৎসার জন্য ক্যুইজ ক্লাব গড়ে তোলার প্রাথমিক আলোচনা সুসম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্কুলছুট ছেলে-মেয়েদের স্কুল অভিমুখ করবার একটি আন্তরিক প্রয়াস আমরা হাতে নিয়েছি। 'আমার কথা' নামে আমরা একটি প্রকল্প হাতে নিয়েছি। বালিকা থেকে কিশোরী আগামীর মানবীদের জন্য আশ্বাস ও স্বস্তির পরিবেশ গড়ে তোলাই এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য। ইতিমধ্যে ১৭টি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের নিয়ে একটি সফল সেমিনার করা হয়েছে গত ১২ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭ তারিখে এবং প্রতিটি বালিকা বিদ্যালয়ে এ ধরণের সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন ইতিমধ্যেই শুরু হয়ে গেছে।

মিড-ডে মিলের মতো একটি বিরাট প্রকল্পকে সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত করা হচ্ছে এই দপ্তরের তত্ত্বাবধানে। সম্প্রতি শিক্ষা জেলার অন্তর্গত স্কুলগুলিতে সর্বশিক্ষা মিশনের অর্থানুকুল্যে মোট ১০৭টি স্কুলে 'আবর্জনা পাত্র ও শৌচাগার সামগ্রী' বিতরণ করা হয়েছে। এছাড়া ১১টি স্কুলে রান্নাঘর তৈরী করা সম্ভব হয়েছে এবং আরো ১৬টি স্কুলে রান্নাঘর তৈরী করার জন্য প্রাক-টেন্ডার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মোট ৪৬টি স্কুলের জন্য 'খাবার ঘর' তৈরীর প্রস্তাব সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

শিলিগুড়ি পৌর নিগম এলাকায় বসবাসকারী বাড়ীর পরিচারিকাদের (maid-servant) ও শিলিগুড়ি পৌর নিগম-এ কর্মরত সাফাইকর্মীদের মেয়েরা, যারা উচ্চ মাধ্যমিকে ৬০% মার্কস পেয়ে উত্তীর্ণ হবে

তাদেরকে আবেদনের ভিত্তিতে এবং নির্দিষ্ট নির্দেশিকা অনুসরণ করে যথাক্রমে 'সুঅনন্যা' মেধা পুরস্কার/'সুতনয়া' মেধা পুরস্কার এবং ডঃ বি. আর. আম্বেদকর মেধা পুরস্কার দেওয়া হবে। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা ও ক্রীড়া ক্ষেত্রে উৎসাহিত করবার জন্য আমরা শীঘ্রই চালু করব হেলেন কেলার মেধা পুরস্কার। সাফাইকর্মীদের মেয়েদের কমপিউটার ট্রেনিং প্রদানের উদ্যোগ নেওয়া হবে।

বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের ব্লাড গ্রুপ টেস্টসহ প্রতিটি বিদ্যালয়ে একটি করে সিক বেড প্রদান করার পরিকল্পনা আমাদের আছে। বিভিন্ন জলবাহিত রোগ জীবাণু তথা সংক্রামক ব্যাধি, যেমন ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের সচেতন করবার জন্য নিয়মিত প্রচারমুখী সচেতনতা শিবিরের আয়োজন অব্যাহত থাকবে।

শিলিগুড়ির নাট্যচর্চাকে আরও ছড়িয়ে দেওয়ার উদ্দেশ্যে স্কুলগুলিতে আয়োজন করা হবে নাট্যচর্চার কর্মশালা। আলাদা আলাদা কমিটি তৈরী করে বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষার (যেমন নেপালী, হিন্দী, আদিবাসী ইত্যাদি) সংস্কৃতিকে বিকশিত করবার প্রয়াস নেওয়া হবে। সূর্যসেন পার্কের 'এরিনা' টিকে সাংস্কৃতিক মুক্ত মঞ্চ হিসেবে ব্যবহার উপযোগী করা তোলা হবে। নাচ, গান, আবৃত্তি, নাটক ইত্যাদি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক বিষয়গুলো নিয়ে আমরা আন্তঃ বিদ্যালয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা করব। এই শহরে বেশ কিছু বাংলা ব্যান্ডের গানের দল গড়ে উঠেছে। তাদের উৎসাহিত করার জন্য বাংলা ব্যান্ড ফেস্টিভের আয়োজন আমরা করব।

ক্রীড়ার ক্ষেত্রে আমরা আন্তঃকোচিং ফুটবল টুর্নামেন্ট, ইন্ডোর-আউটডোর গেম ফেসটিভ আবার আয়োজন করব। শিলিগুড়ি ইন্ডোর স্টেডিয়ামকে আধুনিকীকরণের পরিকল্পনা নেওয়া হবে। সূর্যসেন পার্কে 'রবীন্দ্রনাথ মিত্র রক ক্লাইম্বিং স্পোর্টস' শীঘ্রই চালু করা হচ্ছে এবং এই শহরের একজন পর্বতারোহীকে তেনজিং নোরগে পুরস্কারে সম্মানিত করা হবে। বিদ্যালয় ভিত্তিক বিভিন্ন খেলার আয়োজন করা, শিলিগুড়ি পৌর নিগম স্টাফ রিক্রিয়েশন ক্লাব দ্বারা পরিচালিত টেবিল টেনিস কোচিং ক্যাম্পের আধুনিকীকরণ, পৌর নিগমের স্পোর্টস পলিসি নির্ধারণ করা, বিভিন্ন খেলার বিষয় নিয়ে স্পোর্টস সেমিনার সহ স্পোর্টস মেডিসিনের উপর আলোচনা সভার আয়োজন করা ইত্যাদি বিভিন্ন উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করব।

এ বছর প্রায় সমস্ত ওয়ার্ডেই ওয়ার্ড উৎসব ও ক্রীড়ানুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছে। প্রত্যেক ওয়ার্ড কাউন্সিলরকে এর জন্যে ২ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত অর্থ বন্টন করা হয়েছিল। এই ওয়ার্ড উৎসব গুলিতে কয়েক হাজার ছেলে,মেয়ে মহিলা ও সাধারণ মানুষ অংশ গ্রহণ করেছে। কাউন্সিলরদের বন্টিত অর্থ ওয়ার্ড কমিটিকে ব্যাংকের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে। এই বিভাগের বাজেট বরাদ্দ প্রস্তাব রাখা হয়েছে ৭.৮৪ কোটি টাকা।

বিল্ডিং বিভাগ ঃ

নগরায়নের সাথে গৃহ নির্মাণ বা অন্যান্য নির্মাণ কার্য্য অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। গৃহ নির্মাণের নিয়মাবলী পৌর কর্পোরেশনের আইন ও বিধিতে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ রয়েছে। সম্প্রতি এই আইনে আরোও কিছু সংশোধনী যুক্ত হয়েছে। এই বিভাগের লক্ষ হলো আইন ও বিধি মেনে নির্মাণ কাজ যাতে হয়, তার ওপর নিবিড়ভাবে নজরদারি রাখা। আইন ও বিধির নির্দেশিকা মত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে গৃহ নির্মাণের অনুমতি

প্রদান করা। খেয়াল রাখা যাতে সাধারণ নির্মাণকারীরা অহেতুক কারণে হয়রানির শিকার না হন। গৃহ নির্মাণের সাথে শহরের বিভিন্ন অংশের মানুষ যুক্ত থাকে। শহরের অর্থনীতির সাথেও এই বিভাগের থাকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। পুরসভার আয়ের অন্যতম সূত্রও এই বিভাগ।

বর্তমানে নির্মাণ কাজের সাথে যুক্ত একটি ক্ষুদ্র অংশের প্রবণতা হলো নির্মাণ ক্ষেত্রে আইন ও বিধান অবজ্ঞা করে চলা। শিলিগুড়ি শহর একটি ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা। এই কারণে সমস্ত নির্মাণ কাজের ক্ষেত্রে নিবিড় নজরদারি রাখার চেষ্টা হয়। আইন ও বিধি অনুযায়ী এই শাখায় যে ধরণের প্রশিক্ষিত ইঞ্জিনিয়ার, প্রযুক্তিবিদ্, আর্কিটেক্ট থাকার কথা, তার অভাব আছে এই বিভাগে। বহু অনুরোধ করার পরও প্রয়োজনীয় কর্মীর অনুমোদন রাজ্য সরকারের কাছ থেকে পাওয়া যায় নি। পুরসভা নিজস্ব তহবিল থেকে কয়েকজন বিল্ডিং ইন্‌সপেকটর নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

বিধি না মেনে গৃহ নির্মাণকারীদের চিহ্নিত করার জন্যেও অনেক ইঞ্জিনিয়ার ও কর্মী প্রয়োজন। এর ফলে অনেক সময় এই সমস্ত বে-আইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে সময়মত ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হয় না। এছাড়া সময়মত পুলিশের সাহায্যও পাওয়া যায় না। এর সাথে রয়েছে মামলা মোকদ্দমার জটিলতাও।

সংবিধানের দ্বাদশ তপশিল অনুযায়ী গৃহ নির্মাণ এবং জমির সদ্ব্যবহার (Regulation of Land use and Construction of Building) বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে পৌরসভার বিষয় হলেও, শিলিগুড়ির ক্ষেত্রে LUCC প্রদান বিষয়টি S. J. D. A এর হাতে থাকায় বহু মানুষ অহেতুক হয়রান হয়ে থাকে। শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন এই কাজ নিজেরাই করতে চায়। যথাশীঘ্র তা শুরু করা হবে। এতে পুরসভার কিছু আয় বৃদ্ধিও হবে। বহু বসবাসের বা বাণিজ্যিক গৃহের নক্সা অনুমোদনের সময় পার্কিং বা গ্যারেজ স্থান দেখান হলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নির্মাণ পরবর্তীকালে তার ব্যবহার পরিবর্তিত হয়ে যেতে দেখা যায়। কঠোরভাবে এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শিলিগুড়ি পুরসভা এলাকায় মোবাইল ম্যাসেজের মাধ্যমে বিল্ডিং প্ল্যান ও সাইট প্ল্যানের সর্বশেষ অবস্থা অবগত করার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। যত শীঘ্র সম্ভব অন্‌লাইন ব্যবস্থাও চালু করা হবে।

বড় বড় বিল্ডিং এর নক্সা অনুমোদনের ক্ষেত্রে Rain water harvesting, Tree Plantation, Waste Water recycling, Solar energy ব্যবহার, কমপোষ্টার বসান, ইত্যাদি ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। রাস্তার ওপর দীর্ঘদিন ধরে নির্মাণ সামগ্রী ফেলে রাখার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। নতুন বিল্ডিং এর Ocupency Certificate নেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

নির্মাণ কাজের সময় Plinth level checking বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গত ১ বছরে ৬১৬টি সাইট প্ল্যান অনুমোদন করা হয়েছে। বিল্ডিং প্ল্যান অনুমোদিত হয়েছে ৬৮১টি।

বিভিন্ন মহল থেকে নিয়ম বা বিধি মেনে গৃহ নির্মাণ হচ্ছে না — এমন অভিযোগ এসেছিল গত ১ বছরে ২২৬টি। ১০৩টির ক্ষেত্রে নোটিস দেওয়া হয়েছে, ৬টি বিচারাধীন, ৫টি ক্ষেত্রে নির্মাণ কাজ ভাঙা হয়েছে, ৩টি ক্ষেত্রে পুলিশ না পাওয়ার জন্যে ভাঙা সম্ভব হয় নি। এই বিভাগ পশ্চিমবঙ্গ পৌর কর্পোরেশন

আইন অনুযায়ী, নির্মীয়মান বাড়িতে বা নির্মাণ স্থলে পরিস্কার জল জমে মশা সৃষ্টির কেন্দ্র যাতে না হতে পারে, সেদিকটিও দেখাশোনা করে। সম্প্রতি রাজ্য আইন সংশোধিত করে এই আইন না মেনে চলার দায়ে জরিমানা ১ লক্ষ টাকা পর্য্যন্ত করা হয়েছে।

বাজেট ২০১৮-১৯ এক নজরে

২০১৮-১৯ সালের বাজেট এস্টিমেটে আয়ের লক্ষমাত্রা রাখা হয়েছে ৩০৪.৮৬ কোটি টাকা। ব্যয় ধরা হয়েছে ৩০৯.৪৭ কোটি টাকা। যদিও কোনও নতুন কর বা চার্জ ধার্য্যকরা হয় নি। নিজস্ব সূত্রে কর ও কর বহির্ভূত আয়ের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৪৫.৩৫ কোটি টাকা। যা ২০১৭-১৮ সালের সংশোধিত বাজেট থেকে প্রায় ১০ কোটি টাকা বেশী। এই অতিরিক্ত রাজস্ব আদায় করা হবে কর ও কর বহির্ভূত ক্ষেত্রের আদায়ের পরিধি বৃদ্ধি করে। যে সমস্ত গৃহ এখনও কর নির্ধারণের আওতায় আসে নাই, বসবাস থেকে বাণিজ্যিক স্বার্থে ব্যবহৃত হচ্ছে, নতুন এপার্টমেন্ট হাউস নির্মিত হওয়ার পরেও পুরাতন হোল্ডিং নাম্বারের ভিত্তিতে কর প্রদান করে চলেছে, এসব ক্ষেত্রে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নিয়ে যথাযথ কর বা চার্জ বা সার চার্জের আওতায় আনা হবে। এ বিষয়ে বিশেষ নজরদারি রাখা হবে। এছাড়াও কর বহির্ভূত আয় বৃদ্ধি করার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বর্তমানে মিউটেশন চার্জের পরিবর্তে একই হারে পশ্চিমবঙ্গ পৌর কর্পোরেশন আইনের ১৩১ নং ধারা আনুযায়ী চার্জ গ্রহণ করা হবে। অন্যদিকে উন্নয়ন খাতে রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তরের নির্দেশ অনুসারে ২০১৮-১৯ সালে যে অগ্রিম উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রস্তুত করে পাঠান হয়েছে এবং বিভিন্ন উন্নয়ন খাতে সরকারী অনুদান বা আর্থিক সহায়তা (কেন্দ্রীয় প্রকল্পের অংশ সহ) লক্ষমাত্রা রাখা হয়েছে ২৫৩ কোটি টাকা। ওয়েস্ট বেঙ্গল মিউনিসিপ্যাল ডেভলপ্‌মেন্ট ফান্ড ট্রাস্ট থেকে ঋণ বাবদ পাওয়া যেতে পারে ১০ কোটি টাকা। রাজস্ব ও মূলধনী বা উন্নয়ন খাতে খরচের লক্ষ্যমাত্রা রাখা হয়েছে ৩০৯.৪৭ কোটি টাকা। ঘাটতি ধরা হয়েছে ৪.৬১ কোটি টাকা।

আর্থিক অবস্থার এই চিত্র নির্ভর করছে রাজ্য সরকারের সদিচ্ছার ওপর। যদিও রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন ও পৌর বিষয়ক দপ্তরের বিধান সভায় অনুমোদিত বাজেটের অংশ হিসেবে শিলিগুড়ির ন্যায় সঙ্গত প্রাপ্য আরো অনেক বেশী। ২০১৮-১৯ আর্থিক বছরের বাজেটে আগেই বিভিন্ন বিভাগের সম্ভাব্য খরচের একটি চিত্র দেখান হয়েছে। কয়েকটি বিভাগের বুনিয়াদী পরিষেবা ও পরিকাঠামোর ওপর বিশেষভাবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এগুলি হলো বস্তি উন্নয়ন ও সামাজিক সুরক্ষা, পূর্ত্ত, বিশেষ করে রাস্তা, রাস্তা উন্নয়ন ও মেরামতি, জঞ্জাল সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা, জনস্বাস্থ্য ও পানীয় জল ইত্যাদি। আর্থিক সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ২০ টাকার নিচে যে সমস্ত বস্তিবাসী বা নিম্নবিত্ত মানুষ ত্রৈমাসিক পৌর কর প্রদান করে থাকে, তাদের ২০১৭-১৮ সালের বকেয়া পৌর কর পরিশোধ সাপেক্ষে ২০১৮-১৯ সালের সমস্ত কর মুকুব করার সুযোগ দেওয়া হবে। পঃ বঃ পৌর কর্পোরেশন আইন অনুযায়ী যে কোন ৬৫ বৎসর উর্ধ্বের করদাতা বা যে কোন বয়সের বিধবা, স্বামী পরিত্যক্তা, প্রতিবন্ধী করদাতারা আবেদনের ভিত্তিতে ১০% কর

রেহাই পাবেন। জলের চার্জের ক্ষেত্রেও এই ছাড় দেওয়া হবে। বাড়ির কোন অংশ বাণিজ্যিক বা অ-বসবাসের জন্যে যারা ব্যবহার করে থাকেন তাদের অবশ্যই ১৫% করে সারচার্জ আগের মতই প্রদান করতে হবে। অকুপেন্সি ব্যতিরেকে ট্রেড লাইসেন্স প্রদান করা হবে না। সেক্ষেত্রে তাদের জলের ও বিদ্যুতের লাইন পাবার অনুমতিও দেওয়া হবে না। নিয়মিত ভাবে যারা পৌর কর প্রদান করছেন না, আইন অনুযায়ী তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। আইন অনুযায়ী অতিরিক্ত জঞ্জাল সৃষ্টির জন্যে জঞ্জাল চার্জ নেওয়া হবে। প্ল্যাস্টিক ক্যারিব্যাগ ব্যবহারকারিদের বিরুদ্ধে জরিমানা কঠোরভাবে আদায় করা হবে। রাজ্য সরকারের কাছে করের বকেয়া সুদ ছাড় দিয়ে কর প্রদানের অনুমতি চেয়ে পুনরায় প্রস্তাব পাঠান হবে। বিভিন্ন রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারী কার্য্যালয়গুলির বকেয়া পৌরকর ও সার চার্জ আদায়ে আরোও উদ্যোগ নেওয়া হবে।

শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনের সমস্ত রকমের সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের উপকৃতরা বয়স নির্বিশেষে ৪৫০ টাকা করে মাসিক ভাতা পাবেন। অর্থাৎ ভাতা বাড়বে ৫০ টাকা করে। প্রস্তাব করা হচ্ছে প্রতি ওয়ার্ড ভিত্তিক আরোও ৫ জন করে ইউ.পি.ই বিভাগের মাধ্যমে ৪৫০ টাকা করে সামাজিক সুরক্ষা ভাতার আওতায় আনা। মে, ২০১৮-র মধ্যে উপকৃতদের নামের তালিকা দেওয়ার জন্যে কাউন্সিলরদের অনুরোধ করা হচ্ছে। বর্তমানে বকেয়া সামাজিক সুরক্ষাভাতা পরিশোধ করার যে প্রক্রিয়া চলছে অর্থাৎ এক মাসের সাথে আরোও এক মাস, তা অব্যাহত থাকবে। তবে সে ক্ষেত্রে ভাতার হার ৩৫০ টাকাই থাকবে। আশা করা যাচ্ছে আগামী ডিসেম্বর মাসের মধ্যে বকেয়া ৯ মাসের ভাতা পরিশোধ করা সম্ভব হবে। ওয়ার্ড কমিটিগুলিকে আরও শক্তিশালী করতে, অফিস পরিচালনার জন্যে বর্তমানে কাউন্সিলর পিছু যে ৩০ হাজার টাকা করে বছরে খরচ করতে পারে, তার সাথে আরও ৩০ হাজার টাকা যুক্ত করা হবে। তবে তা আগামী বছরে ১৫ হাজার, পরের বছর আরও ১৫ হাজার করে হবে। এই অর্থ কাউন্সিলার এলাকা উন্নয়ন তহবিলের সাথে যুক্ত করা হবে অতিরিক্ত হিসেবে।

সংখ্যা লঘু দুস্থ বস্তিবাসী যাদের গৃহের ন্যূন পক্ষে হোল্ডিং নাম্বার রয়েছে, তারা সরাসরি মেয়রের কাছে আবেদনের ভিত্তিতে বাড়ি মেরামতির জন্যে ১০ হাজার টাকা করে আর্থিক সাহায্য পাবেন। তবে তা প্রথম বছরে মোট ১০০টি হবে। যে সমস্ত মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত স্বয়ংভর গোষ্ঠী ভালো কাজ করবে তাদের উৎসাহিত করতে ৫ হাজার টাকা উৎসাহ আর্থিক সহায়তা দেওয়া হবে। তবে তা বছরে ১০০টির বেশী হবে না। হরিজন ও সংখ্যালঘু শিক্ষিতা তরুণিদের বিনা ব্যয়ে কম্পিউটার প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। সংখ্যা প্রতি বছর ৫০ জন করে হবে।

শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশন বর্তমান বোর্ড গত এক বছরে চেষ্টা করে আর্থিক শৃঙ্খলা অনেকটা প্রতিষ্ঠা করেছে। ভবিষ্যতে এ বিষয়ে আরোও কঠোর হবে। কিছু পৌর কর্মচারীদের কিছু অস্বচ্ছতার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, ভবিষ্যতে আরও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। ৬০ বছরের ওপর অস্থায়ী

কর্মীদের বসিয়ে দেবার প্রথা চালু করা হয়েছে। তার পরিবর্তে ঐ পরিবার থেকেই কর্মী নেওয়া হচ্ছে। বায়োমেট্রিক মেশিন বসান সত্ত্বেও বহু কর্মীদের এখনও দেখা যাচ্ছে সময় মতো কাজে না আসতে। কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে ওভার টাইম্ ব্যবস্থার। ইতিমধ্যে ট্রেড লাইসেন্স বিভাগ ও শ্মশান ঘাটে C.C.T.V. লাগানো হয়েছে। সমস্ত ধরণের কর্মীদের বেতন বা মজুরী প্রদান ব্যাঙ্কের মাধ্যমে চালু করা হয়েছে। পেট্রো-কার্ড চালু করা হয়েছে। ভবিষ্যতে আরোও কিছু কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণের চিন্তা ভাবনা করা হচ্ছে। পেট্রো-কার্ড চালু হবার ফলে তেলের খরচ প্রতিমাসে ৩ - ৩.৫০ লক্ষ টাকা কমছে। অ-সমাপ্ত মহানন্দা একশন প্ল্যানের কাজ সমাপ্ত করার জন্যে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকারকে পুনরায় অনুরোধ জানানো হবে।

স্থায়ী-অস্থায়ী কর্মীদের নিয়মিত বদলি প্রথা চালু করা হবে। প্রত্যেক পুরকর্মী, বিশেষ করে 'সি' গ্রেডের কর্মীদের কম্পিউটার শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হবে।

ফিল্ড্ স্টাফদের ওপর নজরদারি বৃদ্ধি করা হবে, তাদের ডায়েরি রাখা বাধ্যতামূলক করা হবে। একই সাথে অপ্রয়োজনীয় অপচয় রোধ করা হবে। এসবের মাধ্যমে পুরসভার আয় কিছু বৃদ্ধি করা সম্ভব হবে।

শহরের দুটি ওয়ার্ডের সীমান্তে অবস্থিত প্রধান রাস্তাগুলির উন্নয়নের কাজ কেন্দ্রীয় ভাবে পরিকল্পনা করা হবে। সংযোজিত এলাকায় রাস্তা ও নালা নির্মাণের কিছু পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে। ভবিষ্যতে রাস্তায় এল.ই.ডি আলো লাগাবার ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসরণ করা হবে। শহরে ৬১টি উপস্বাস্থ্য কেন্দ্রে অন্ততঃ সপ্তাহ / মাসে একদিন করে চিকিৎসক বসাবার ব্যবস্থা করা হবে। এর জন্যে কিছু সময় ভিত্তিক চুক্তি চিকিৎসক নেওয়া হবে। বর্তমানে সমস্ত অস্থায়ী ও চুক্তি ভিত্তিক কর্মীদের মাসের বেতন মাসেই প্রদান করা হয়ে থাকে। কিন্তু গত ফেব্রুয়ারী মাস থেকে এই বেতন প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে দেবার ব্যবস্থা চালু করা হয়েছে। এই ব্যবস্থা অব্যহত রাখা হচ্ছে। রাজ্যের বহু পৌর সভায় এখনও এই ব্যবস্থা চালু হয় নি। ভবিষ্যতে পুরসভার সমস্ত জঞ্জাল গাড়িতে জি.পি.এস ব্যবহার করা হবে। রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের একটি নির্দেশিকার ভিত্তিতে প্রায় ২ কোটি টাকার ওপরে অব্যবহৃত পরিকল্পনা খাতের অর্থ রাজ্য সরকারকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। সমস্ত অতিথি ভবনগুলির প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজ শুরু করা হয়েছে। ডেঙ্গু প্রতিরোধে আরও নতুন ১০টি ফগিং ও ২০টি স্প্রেয়িং মেশিন ক্রয় করা হবে। শহরে বিভিন্ন স্থানে কিছু Water A.T.M চালু করার ব্যবস্থা করা হবে। বিধায়ক এলাকা উন্নয়ন তহবিলে কয়েকটি বাস স্টপেজ শেড নির্মাণ করা হবে।

জেলা শাসকের কাছে ডি.আই.ফান্ড বাজার এবং এস.জে.ডি-এর কাছে বিধান মার্কেট, পুরসভার হাতে হস্তান্তর করার প্রস্তাব পাঠান হবে। হকার সম্পর্কে একটি নীতি প্রস্তুত করা হবে। হাইড্রেনের ওপর এবং বড়ো বড়ো রাস্তার ওপর যেখানে দীর্ঘদিন ধরে হকাররা ব্যবসা করছে সেখানে স্থায়ী কাঠামো বরদাস্ত করা হবে না। তবে হকার বা ক্ষুদ্র ব্যবসার বিরুদ্ধে আমরা নই। প্ল্যাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করার সাথে সাথে থার্মোকল ও ব্যবহার বন্ধ করতে আগ্রহী পুরসভা। প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের বিরুদ্ধে অভিযান

আরও তীব্র করা হবে। ডেঙ্গু প্রতিরোধ ও সচেতনতায় যে এক বছরের অ্যাকশন প্ল্যান প্রস্তুত করা হয়েছে, তা আন্তরিকতার সাথে কার্যকরি করা হচ্ছে। এ বিষয়ে রাজ্য স্বাস্থ্য ও পৌর দপ্তরের কাছে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা পাওয়া যাবে বলে আশা করা হচ্ছে। বে-আইনি নির্মাণের বিরুদ্ধে অভিযানকে আরও জোরদার করা হবে। কমিটির চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান সাপেক্ষে বোরো কমিটিগুলির ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে। এই প্রথম শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনে ইন্টার্নাল অডিট করা হয়েছে। এই অডিটের আওতায় ওয়ার্ড ও সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটিগুলিকেও আনা হবে। ইতিমধ্যে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনে সি.এ.জি. অডিট ২০১৬-১৭ সালে পর্য্যন্ত ট্রান্সসেক্শন অডিট ও ২০১৫-১৬ সাল পর্য্যন্ত একাউন্টস অডিট করা হয়েছে। অডিট কোয়ারির রিপ্লাইকে আরও দ্রুত ও নিয়মিতভাবে প্রদান করার ওপর জোর দেওয়া হবে। পুরসভার বিভিন্ন জরুরী কাজে অগ্রিম নেবার ব্যবস্থাকে একটি নির্দেশিকার মধ্যে আনা হবে। অফিসের ফাইল ব্যবস্থাপনা ও চলাচল ব্যবস্থাকে আরোও উন্নত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক করা হবে। শিলিগুড়ি পুরসভার মূল্যবান নিজস্ব জমি আছে অনেক। এই জমিগুলি ব্যবহার করে নতুন আয়ের পথও বের হতে পারে। কিন্তু এক্ষেত্রে সমস্ত জমিগুলি সুরক্ষিত করার কিছু উদ্যোগ নেওয়া প্রয়োজন। বাজেটে এই লক্ষ্যে কিছু আর্থিক ব্যবস্থা রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। মূল্যবান জমিগুলিকে বে-দখলের চেষ্টা চলছে।

২০১৮-১৯ সালের বাজেট এস্টিমেট প্রস্তুতি করা হয়েছে, পুরসভার নিজস্ব কর ও কর বহির্ভূত রাজস্ব আদায় বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা, সাথে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন করের অংশ ও আর্থিক অনুদান নিয়ম মতো পাবার আশা থেকে। নগরোন্নয়ন ও পৌরবিষয়ক দপ্তরের যে সমস্ত প্রকল্প আগামী আর্থিক বছরে চালু করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক বরাদ্দ রাখা হয়েছে সেই সমস্ত প্রকল্পগুলি হলো ডেভলপ্‌মেন্ট অব্ মিউনিসিপ্যাল এরিয়া, বেসিক মিনিমাম সার্ভিস, নাগরিক কর্মসংস্থান, অফিস ভবন নির্মাণ, পানীয় জল, বাংলার বাড়ি, নির্মল বাংলা, গ্রীণ সিটি মিশন, গীতাঞ্জলি ইত্যাদি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে স্বচ্ছ ভারত, প্রধানমন্ত্রীর আবাস যোজনা, আম্রুত , স্বাস্থ্য সম্মত শৌচালয় নির্মাণ, সলিডওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট ইত্যাদি। রাজ্যের প্রতিটি পৌরসভাই এই সমস্ত প্রকল্পে অন্তর্ভূক্ত হবার অধিকারী। অবশ্যই শিলিগুড়িও। কিন্তু দুঃখের কথা ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ আর্থিক বছরে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনকে বেশীর ভাগ প্রকল্প থেকে বাদ রাখা হয়েছে। চতুর্দশ অর্থ কমিশনের অর্থ আমরা কিছুটা পেলেও, তৃতীয় রাজ্য অর্থ কমিশনের তিন কিস্তির অর্থ আজও পাই নি।

এছাড়াও কেন্দ্রীয় সরকারের ৩টি প্রকল্পে ডি, পি, আর তৈরী করে রাজ্যের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠাবার জন্যে প্রস্তাব প্রেরিত হলেও, সেগুলি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে পাঠান হয় নি। এই সমস্ত প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে আম্রুত প্রকল্পে পানীয় জল ও পয়ঃপ্রণালী প্রকল্প, স্বচ্ছ ভারত প্রকল্প, সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্প। হাউসিং ফর অল্ প্রকল্পে কেন্দ্রীয় সরকার প্রথম পর্য্যায় ১২ কোটি টাকা মঞ্জুর করে রাজ্য সরকারকে তা প্রদান করলেও, আজও সেই অর্থ আমরা পাইনি। ফুলেশ্বরী-জোড়াপানি নদী সংস্কারের জন্যে পরিকল্পনা প্রস্তুত করা হবে। ওয়ার্ড ও সলিড ওয়েষ্ট কমিটিগুলিকে আরো শক্তিশালী করা হবে।

সম্প্রতি রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে প্রত্যেক পৌরসভাকে বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ২০১৮-২০১৯ সালের জন্যে একটি অগ্রিম পরিকল্পনা প্রস্তুত করে পাঠাতে বলা হয়েছে। শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনও প্রায় ২৫৩ কোটি টাকার অগ্রিম একটি প্রকল্প প্রস্তাব পাঠিয়েছে। মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় এই বিষয়টি নিয়ে সমস্ত পৌরসভার চেয়ারম্যান/মেয়র, কাউন্সিলরদের নিয়ে একটি সভাও আহ্বান করেছেন আগামী ২৮ মার্চ, কলকাতায়। আমাদের বিশ্বাস আমাদের প্রস্তাবিত উন্নয়ন প্রকল্পগুলি তাতে বিবেচিত হবে। একই ভাবে দুটি আর্থিক বছরের প্রাপ্য পাওনা অর্থও পাওয়া যাবে।

এই পরিপ্রেক্ষিতেই আমরা প্রস্তুতি করছি ২০১৮-১৯ সালের অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও বাস্তবমুখি বাজেট প্রস্তাব। এই বাজেটে আমরা নিজস্ব আয়ের ২৮.১৪% অর্থ খরচ করার প্রস্তাব করেছি বস্তি উন্নয়ন ও গরীব মানুষের স্বার্থে। সমগ্র বাজেটে উন্নয়নমূলক কাজে ব্যয় করার যে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে তার অধিকাংশই শহরের গরীব, বস্তিবাসী, নিম্নবিত্ত ও আর্থ-সামাজিক দিক দিয়ে পিছিয়ে পড়া মানুষের স্বার্থবাহী।

২০১৮-১৯ সালটা হোক শিলিগুড়ির মানুষের ন্যায়সঙ্গত প্রাপ্য অর্থ পাওয়া ও আরোও উন্নয়ন ও বুনিয়াদী পরিষেবা ব্যবস্থাকে উন্নত করার বছর। অনেক প্রতিবন্ধকতা ও বাধার মধ্যে শিলিগুড়ি পৌর কর্পোরেশনকে গত ৩টি বছর কাজ করতে হয়েছে। কিন্তু তার মধ্যেও যে উন্নয়ন ও পরিষেবার কাজ করেছে, মোকাবিলা করেছে প্রতিটি চ্যালেঞ্জের। আরো এগিয়ে যাবার বাজেট হবে ২০১৮-১৯ অর্থ বছরের বাজেট।

"বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা -
বিপদে আমি না যেন করি ভয়।"

২০১৭ - ১৮ আর্থিক বছরের জন্যে সংশোধিত বা রিভাইসড্ বাজেট বরাদ্দ হিসেবে ১৮০.৮৯ কোটি টাকা এবং ২০১৮ - ১৯ সালের আর্থিক বছরের জন্যে বাজেট বরাদ্দ ৩০৯.৪৭ কোটি টাকা অনুমোদনের জন্যে প্রস্তাব পেশ করছি। এই বাজেটে, ঘাটতি থাকছে ৪.৬১ কোটি টাকা, আপনাদের সম্মতির জন্যে এই বাজেট আমি উপস্থাপন করলাম।

অভিনন্দনসহ —

শিলিগুড়ি পৌর নিগম
২০ মার্চ, ২০১৮

(অশোক নারায়ণ ভট্টাচার্য)
মেয়র

Siliguri Municipal Corporation
Baghajatin Road, Siliguri, Dist. Darjeeling, Pin : 734001
Website : www.siligurismc.com / E-mail : smcwb@hotmail.com